ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ইসরায়েলের পার্লামেন্ট

সারে-জমিন

আজানের শব্দে বক্তব্য বন্ধ রাখলেন মধুপর্ণা

রূপসী বাংলা

রোহিঙ্গারা কোন পক্ষে, জান্তা না আরাকান আর্মি?

সম্পাদকীয়

বহরমপুর এলাকার শহীদ সালাম রোড বেহাল

সাধারণ

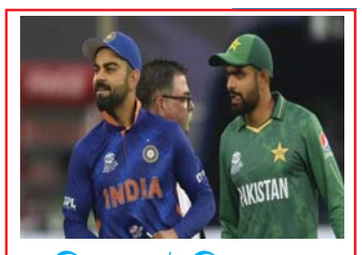

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না ভারতীয় ক্রিকেট দল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২২ জুলাই, ২০২৪
৮ শ্রাবণ ১৪৩১
১৫ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 197 ■ Daily APONZONE ■ 22 July 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক ভুয়ো বিল দিয়ে নেন ৩ কোটি টাকা!

আপনজন ডেস্ক: ডি দেবরাজ উরস ট্রাক টার্মিনাল লিমিটেডের (ডিডিআইটিএল) ভুয়ো বিলের মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা পেয়েছিলেন বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক ডি এস ভিরাইয়া এই অভিযোগ এবার সামনে এল। ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিডিআইটিএল-এর চেয়ারম্যান ছিলেন ভিরাইয়া বেঙ্গালুরুর তিনটি সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই অর্থ পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ডিডিআইটিএল ৬৬৮টি কাজের জন্য মোট ৩৯.৪২ কোটি টাকার জাল বিল তৈরি করেছিল যা অনুমোদিত হয়েছিল তবে কখনও কার্যকর করা হয়নি। এর মধ্যে ৬৬৫টি কাজের জন্য ৩ কোটি টাকা পেয়েছে সংস্থাগুলি।ঠিকাদার বা আনুষঙ্গিক সরবরাহকারীদের কাছ থেকে ভিরাইয়া এই অর্থের কিছু বা পুরো (৩৬.৪২ কোটি টাকা) পেয়েছিলেন কিনা তা খতিয়ে দেখছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

একুশের মঞ্চ থেকে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ের অঙ্গীকার

ওবিসি সংরক্ষণ উঠবে না, আইনি লড়াই করছি, করে যাব: মমতা

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের ভিড়ে ঠাসা ২১ জুলাইয়ের মহাসমাবেশের সভামঞ্চ থেকে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত আগামী দিনে দলের রূপরেখা এবং সীমারেখা ঘোষণা করে দিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে তা নজর থাকে সকল তৃণমূল নেতৃত্বদের। এবছর বাড়তি আকর্ষণ ছিল লোকসভা ভোটের পর তৃণমূলের প্রথম সভা, লোকসভা ভোটে বাংলায় এ বার ২৯টি আসন নিজেদের দখলে রাখলেও দলের পক্ষ থেকে বিজয়ী উৎসব পালন করেনি তৃণমূল।

মমতার ঘোষণা ছিল একুশে জুলাইয়ের দিনই লোকসভা ভোটের জয় উদ্‌যাপন করা হবে। তাই অন্যান্য বারের তুলনায় এবার ধর্মতলা চত্বরে তৃণমূল নেতা কর্মীর সমর্থকদের ভিড় ছিল নজর কাড়া। এ দিন বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য চালিয়ে যান। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল এবং আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একাধিক বিষয় স্পষ্ট করে দেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতি সক্রিয়তার পরও রাজ্যের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থেকেছেন বলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, মমতা সরকারের আমলে রাজ্যের দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাও কমেছে বলে জানান তিনি। মমতা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন দলে বিত্তবানদের চাইনা বিবেকবান লোক চাই, শুধু একথাতেই থেমে থাকেননি তিনি, মমতা তৃণমূলের সকল বিধায়ক, কাউন্সিলর, সাংসদ, নেতা-নেত্রীর উদ্দেশে আরো বলেন কারও বিরুদ্ধে দল কোনও অভিযোগ পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। মমতা চান নেতারা গরিব থাকুক। ঘরে যা আছে, সেটা খেয়ে বেঁচে থাকুন। যেন লোভ না করে। অন্যায় করলে কাউকে ছাড়া হবে না বলেও হুশিয়ারি দেন। নেতৃত্বদের উদ্দেশ্যে মমতা গাড়ির পরিবর্তে পায়ে হেঁটে ঘোরার পরামর্শ দেন পাশাপাশি যে সমস্ত এলাকায় তৃণমূল পরাজিত হয়েছে সেই সমস্ত এলাকার মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেন। মমতা কথায় বাংলাই দেশের অস্তিত্ব রক্ষা করবে। বাংলার ওবিসিদের উদ্দেশ্যে মমতা আশ্বস্ত করেন, ওবিসি উঠবে না। আমরা আইনি লড়াই করছি, করে যাব।

এ দিন সমাবেশ উপস্থিত ছিলেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। অখিলেশ বাবু এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় সরব হন, কেন্দ্রীয় সরকার বেশিদিন টিকবে না বলেও দাবি করেন। সেই সুরে সুর মেলান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সভার শেষে পর্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন। মমতা বলেন, যারই রক্ত ঝরুক, তাদের সঙ্গে আমাদের সহমর্মিতা আছে আমরাও খবর রাখছি ছাত্রছাত্রীদের তাজা প্রাণ চলে যাচ্ছে। আমার কিছু বলার নেই একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দলীয় নেতৃত্বেদের প্রতি কড়া মেজাজে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায়, তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, পঞ্চায়েত, পুরসভার যেসব নেতা-নেত্রীদের জন্য লোকসভায় যেসব অঞ্চলে দলের ফল আশানুরূপ হয়নি, যাঁরা মানুষকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে দল তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। তিনি বলেন, একমাস ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। আগামী তিন মাসের মধ্যে এর ফল আপনারা দেখতে পাবেন। সে যত বড় নেতার ছত্রছায়ায় আপনি থাকুন না কেন, দল ব্যবস্থা নেবেই।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখমন্ত্রী অখিলেশ যাদব যে বক্তব্য রাখেন তাতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশিানা করেন। সমাজবাদী পাটি সুপ্রিমো বলেন, এই অস্থায়ী সরকার থাকতে পারে না। রায় এই সরকারের পক্ষে নয়।

▶ *এরপর ছয়ের পাতায়*

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সংরক্ষণ কমায় স্বস্তি ছাত্রদের

আপনজন ডেস্ক: ২১ জুলাই বাংলাদেশের শীর্ষ আদালত সেদেশের সিভিল সার্ভিস নিয়োগের বিতর্কিত নিয়ম প্রত্যাহার করে নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতারা এখনও শান্ত হননি। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধার বংশধরদের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণের যে রায় ঢাকার হাইকোর্ট দিয়েছিল তা রবিবার খারিজ করে দিল বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট। তবে সরকারি চাকরিতে কোটা একেবারেই বিলোপ করা হয়নি। সরকারি চাকরিতে ৭ শতাংশ সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ৫ শতাংশ থাকবে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য। ১ শতাংশ উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য এবং আরও ১ শতাংশ বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী বা তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। বাকি ৯৩ শতাংশের নিয়োগ হবে মেধার ভিত্তিতেই। ৩০ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা নিঃসন্দেহে আন্দোলনকারীদের জন্য বড় জয়। রবিবার শুনানির পর বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছেন, হাইকোর্টের রায়কে বেআইনি বলে উল্লেখ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

বিক্ষোভ সংগঠিত করার দায়িত্বে থাকা প্রধান গ্রুপ স্টুডেন্টস এগেইনস্ট ডিসক্রিমিনেশনের এক মুখপাত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে এএফপিকে বলেন, আমরা সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাই। তবে যতক্ষণ না সরকার আমাদের দাবির প্রতিফলন ঘটিয়ে আদেশ জারি করছে, ততক্ষণ আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করব না। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ সংরক্ষণের রায় দিয়েছিল ২০১৮ সালে দিয়েছিল হাইকোর্ট। তা নিয়ে সে সময়েই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সম্প্রতি নতুন করে এই রায়কে বহাল করার পর থেকেই গর্জে ওঠে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ। বিক্ষোভ আন্দোলনে ক্রমশ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে রূপ নেয়। রবিবার সকাল পর্যন্ত সরকারি হিসেবে ১৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে আন্দোলনে।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

পথ দুর্ঘটনায় নয়ানজুলিতে গাড়ি পড়ায় মৃত্যু চালকের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর গাড়ির সঙ্গে চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে যাই চার চাকা গাড়ি আর এই ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই গাড়ি চালকের ঘটনা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

মৃত চালকের নাম বাকিবিল্লাহ, বয়স ৩০ বছর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় একেবারে দুমড়ে মুচড়ে নয়নজুলিতে পড়ে যায় চারচাকা গাড়িটি। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর থানার তেনাচুরা এলাকায়। স্থানীয়রা আরও জানান নাজিরপুরের দিক থেকে ইসলামপুরে দিকে চারচাকা গাড়ি চালিয়ে আসছিল বাকীবিল্লাহ। ঠিক সেই সময়ই বহরমপুর দিক থেকে বিএসএফ জওয়ানদের একটি গাড়ি আসছিল তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে দুমড়ে-মুচড়ে নয়নজলিতে পড়ে যায় ওই চার চাকা গাড়িটি। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি গাড়ি সহ চালক বাকিবিল্লাহকে উদ্ধার করে স্থানীয় ইসলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ডোমকল এসডিপিও শুভম বাজাজ সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছায়।ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা এলাকায়।

বিধান শিশু উদ্যানে ক্ষুদেদের বৃক্ষরোপণ

পারিজাত মোল্লা ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার হাডকো মোড় সংলগ্ন বিধান শিশু উদ্যানে ডা.বিধান চন্দ্র রায়ের ১৪২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উৎসবের সূচনা হয়েছে ৩০ জুন। প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে এদিন অর্থাৎ ২১ জুলাই বৃক্ষরোপণ উৎসবের মাধ্যমে। রবিবার বিধান শিশু উদ্যানের সভ্যসভ্যারা উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন জাতের একশো টি আম গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় আড়াইশো টি গাছ রোপন করে। মূলত বাতাসকে নির্মল করতে গাছের যে ভূমিকা সে বিষয়ে তাদের সচেতন করতেই এই প্রচেষ্টা। উদ্যানের প্রতিটি বাচ্চা তাদের রোপন করা গাছের যত্ন তারাই করবে।

বাংলাদেশে আটকে পড়ুয়ারা, উৎকণ্ঠায় পরিবারের লোকেরা

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: কোটা নীতি নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে উত্তপ্ত বাংলাদেশ। যার আঁচ পড়েছে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিহত হয়েছেন অনেকে। এদিকে বাংলাদেশে আটকে রয়েছেন বহু পড়ুয়া। উৎকণ্ঠায় রয়েছেন পরিবারের লোকেরা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া বাজার এলাকার বাসিন্দা নাসিম হাসান বিশ্বাস ঢাকার ডেলটা মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে তাঁরা আটকে রয়েছে ঢাকা শহরে।

পরিবারের লোকেদের দাবি, ঘরে ফেরার জন্য তাঁরা বাস পাচ্ছে না। বাতিল হয়েছে উড়ান। ফলে তাদের মতো অনেকেই পড়ে রয়েছেন বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায়। অনেক ভিড় করছেন বাসস্ট্যান্ডে। দেশের অনেক পড়ুয়া বাংলাদেশ থেকে ঘরে ফিরতে পারলেও মুর্শিদাবাদের অনেক পড়ুয়া আটকে রয়েছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে। নাসিমের বাবা হাফিজুল ইসলাম বলেন, " ছেলে জানিয়েছে আন্দোলনের উত্তাপের আঁচ তাদের কলেজেও পড়েছে। ওই কলেজের নিরপত্তারক্ষী খুন হয়েছে। ছেলে বাড়ি ফেরার জন্য বাস পায়নি। প্লেনও পায়নি। ইন্টারনেট সংযোগও নেই। ফলে ঠিকমতো যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে নাসিম তাঁর বাবাকে জানিয়েছেন, অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন তাঁরা। ঘরে না ফেরা পর্যন্ত অস্বস্তিতে বাংলাদেশে পাঠরত পড়ুয়া ও তাদের পরিবারের লোকেরা।

২১শে জুলাই শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা বীরভূমের কংগ্রেস নেতাদের

আজিম শেখ ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: বীরভূম জেলা কংগ্রেস এবং ময়ূরেশ্বর বিধানসভা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজ ময়ূরেশ্বর বিধানসভার গদাধরপুর বাজারে বৈকাল ৪ টার সময় ১৯৯৩ সালের ২১ শে জুলাই এর শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হোলো।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বে সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবীতে রাইটার্স অভিযানের সময় তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ আন্দোলনরত যুব কংগ্রেস কর্মীদের উপর নির্বিচারে অন্যায়ভাবে গুলি চালায় ফলে ১৩ টি তাজা প্রাণ (বন্ধন দাস থেকে ইনু) কোলকাতার রাজপথে লুটিয়ে পড়ে। সেদিন এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি ক্ষমতায় এসে সেদিনের মুখ্যসচিব মনীশ গুপ্ত কে রাজ্যের মন্ত্রী করে পুরস্কৃত করলেন। তার এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা ও প্রতিবাদ জানাই। সেদিনের শহিদের পরিবার গুলো আজ বিচার পেলেন না। ধিক্কার জানাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে। প্রতি বছর শহিদ দিবসের নামে কোলকাতায় তৃনমুল সরকার উৎসব করে। কংগ্রেসের শহিদের সম্মান না জানিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলীর নামে প্রতি বছর উৎসব করা বন্ধ হোক। আজকের কংগ্রেসের এই শ্রদ্ধাঞ্জলী সভায় বক্তব্য রাখলেন জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যকারী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা। এদিনের সভায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ময়ূরেশ্বর ১ নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি পার্বতী কুমার চৌধুরী, জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য শান্তিরাম মাল, জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বজরুল হক, ময়ূরেশ্বর বিধানসভার যুব কংগ্রেস সভাপতি সাইফার সেখ, বিধানসভা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মান্নান মিয়া, ময়ূরেশ্বর ১ নং ব্লক কংগ্রেস সেবাদল সভাপতি জাহির হোসেন ও অনান্য নেতৃত্ব।

আজানের শব্দে বক্তব্য বন্ধ রাখলেন ঠাকুর কন্যা মধুপর্ণা

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ভিড়ে ঠাসা সভায় আজানের শব্দে বক্তব্য বন্ধ রাখলেন ঠাকুর কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর। কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে তখন তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের ভিড়ে তিলধারণের জায়গাটুকু নেই। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে একুশে জুলাই শহিদ স্মরণে উপস্থিত হয়েছেন সকলেই। উদ্দেশ্য একটাই নেত্রী কি বার্তা দেন তা সামনে থেকে একবার শুনে যাবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসতে তখনও কিছুটা বাকি, রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য শেষে, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি বক্তব্য রাখতে আহ্বান করেন বাংলার নবনির্বাচিত সর্বকনিষ্ঠ নিধায়ক ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ির কন্যা মধুপর্ণাকে। উল্লেখ্য বাগদা উপনির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করে সর্ব কনিষ্ঠ বিধায়ক হিসাবে এখন বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায় জোর চর্চায় মধুপর্ণা ঠাকুর্ মাত্র বছর পঁচিশের যুবতী মধুপর্ণার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠের ঝাঁঝালো বক্তব্যে মুগ্ধ গোটা সবুজ শিবির। শুধু তাই নয় তার সৌজন্যতা এবং পরধর্মসহিষ্ণু মনোভাবের জন্যও তাঁকে প্রশংসা করেছে অনেকেই। এ দিন দেখা যায় রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুরের কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন সেসময় হঠাৎ পাশের টিপু সুলতান মসজিদ থেকে জোহরের নামাজের জন্য আজান শুরু হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি বক্তব্যরত মধুপর্ণাকে জানানো মাত্রই তিনি বক্তব্য বন্ধ করে দেন। আজানের জন্য প্রায় তিন মিনিট স্থগিত থাকে সভার কার্যক্রম। আজান শেষে পুনরায় বক্তব্য শুরু করে মধুপর্ণা।

সভায় উপস্থিত সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা বিষয়টিতে সন্তোষ প্রকাশ করে মধুপর্ণাকে ধন্যবাদ জানান।

পোড়খাওয়া রাজনৈতিক না হলেও মধুপর্ণা বক্তব্যের আসরে সকলকে প্রণাম জানিয়ে বলেন আমি বিধায়ক হয়ে নয়, আপনাদের ঘরের মেয়ে হয়ে এসেছি এবার আমার আপনাদের ভালবাসা ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। বিজেপির বিরুদ্ধেও কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, "ভোট এলেই বিজেপি নারী শক্তি নিয়ে কথা বলে। কিন্তু বিজেপিকে প্রশ্ন করি, আপনাদের মন্ত্রী আমার দাদা শান্তনু ঠাকুর আমার বিধবা মা, আমাকে ও আমার বড়দিকে বের করে দিয়েছিল বাড়ি থেকে আপনারা নারী শক্তির কথা বলেন কোন মুখে? সে সবের উত্তর তো আপনারা দিলেন না কোনও বিচার নেই কেন? শুধু কী ভোটের জন্যই নারী শক্তির কথা? আসলে বিজেপির কোনও ক্ষমতা নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা নেই"

মিছিল করে সমাবেশে গেলেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা

মনিরুজ্জামান ● কলকাতা

আপনজন: শিয়ালদহ স্টেশন থেকে প্রতি বছরের মতো এবারও ২১ জুলাই শহীদ সমাবেশে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহযোগে যোগ দেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদের নেতৃত্বে শিক্ষক শিক্ষিকারা। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ফারহাদ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে সম্প্রীতির বাতাবরণ যা দেশের মধ্যে বিরল।শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নের ধারা অক্ষুন্ন রাখতে রাজ্যের মানুষ সদ্য লোকসভা নির্বাচনে মা মাটি মানুষের দলকে বিপুল সংখ্যক আসন উপহার দিয়েছে।বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নুরুল হক,আবুল হোসেন বিশ্বাস, মনজুর আহমেদ,আব্দুর সাকির,শম্পা পাত্র,জার্জিস হোসেন,নামদার শেখ,মুফতী আসরাফ আলী,সাহাবুদ্দিন চৌধুরী,সুরজিৎ রায়,তৌহিদ আহমেদ,সাকিলুর রহমান, মোতাহার হোসেন আইনুল ইসলাম,অসমান গনি,আব্দুল খালেক খান,মোঃ অমিত মন্ডল, ইমতিয়াজ আহমেদ, সফিক,আবু সিদ্দিক খান, কামরুজ্জামান,শঙ্ক রজক প্রমুখ। তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও শহিদ স্মরণের এই মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়,সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব,তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম,মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস প্রমুখ।

৩০০ পড়ুয়া ফিরলেন হিলি সীমান্ত দিয়ে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরছে বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে পড়তে যাওয়া পড়ুয়ারা। রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে দিয়ে ভারতে ফিরলেন প্রায় ৩০০ জনির বেশি ছাত্র-ছাত্রীরা। যার মধ্যে এদেশের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি কিছু নেপালের ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পড়তে যাওয়া সৃজা মাইতি নামে এক পড়ুয়া জানান, 'হোস্টেলের মধ্যেই ছিলাম। খুব ভয় লাগছিল। আজ নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যে দিয়েই আমাদের দেশে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এখন খুব ভালো লাগছে।' এ বিষয়ে বালুরঘাট সদর মহকুমা শাসক সুব্রত কুমার বর্মন বলেন, 'আজ প্রায় ৩২৩ জন পড়ুয়া হিলি বর্ডার দিয়ে ভারতে এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যে অনেকেই তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। গড়ে প্রায় ৪০ জনের মতো রয়েছেন, যাদের মধ্যে কিছু পড়ুয়া নেপালে, কিছু আসামে এবং কিছু শিলিগুড়িতে যাবেন। আমরা সকলের সাথে কথা বলেছি। তাঁরা তাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছানোর জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। প্রশাসনের তরফ থেকে যে সমস্ত সহযোগিতা করা প্রয়োজন, আমরা তার সবটাই করছি।'

ব্যাপক কর্মী-সমর্থক নিয়ে ধর্মতলার সমাবেশে তৃণমূল নেতা আব্দুল হাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক নিয়ে রবিবার ধর্মতলায় একুশে জুলাইয়ের সভায় যোগ দিলেন হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল নেতা ও দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই। আব্দুল হাইয়ের নেতৃত্বে প্রায় ৪০টি বাসে করে হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষ কলকাতার ধর্মতলার সমাবেশে যোগ দেন। মমতার নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে হাড়োয়া এলাকা থেকে সারিবদ্ধ ভাবে বাসগুলি এদিন ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তৃণমূল নেতা আব্দুল হাইয়ের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ সফল করতে জুলাইয়ের শুরু থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন তিনি। উল্লেখ্য হাড়োয়া বিধানসভার বিধায়ক হাজী নুরুল ইসলাম সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে হাড়োয়ায় আগামী দিন উপনির্বাচন হতে চলেছে। অনেকেই মনে করছেন তৃণমূল নেতা আব্দুল হাইয়ের এই সমস্ত জনমুখী কর্মসূচি হাড়োয়ার উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী করতে সহায়ক হবে।

অনুপ্রবেশ না হয় সীমান্ত এলাকায় রেড অ্যালার্ট জারি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের জেরে উত্তপ্ত অবস্থা। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বহু মানুষ ভারতে চলে আসছে। সেই সুযোগ নিয়ে যাতে অনুপ্রবেশ না হয় সীমান্ত এলাকায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে বিএসএফ* রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর, মালদার মোহদিপুর।

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের জেরে বন্ধ আমদানী রপ্তানি। সীমান্তে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহু ট্রাক।বন্ধ আমদানি রপ্তানি। মানুষ যাতায়াত করলেও সংখ্যাত অনেকেটাই কম। বাংলাদেশের নাগরিক যারা ভারতের কোন কাজে এসেছিল তারা ফিরে যাচ্ছে। তবে সীমন্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছে নিজেদের বাড়িতে কিভাবে যাবে তারা এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের বাসিন্দারাও।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিক্ষোভ বোলপুরে

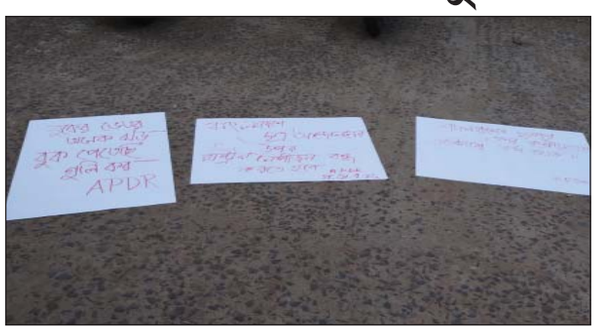

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বাংলাদেশে সংরক্ষণের বিরোধিতায় সেখানকার ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উত্তাল সমগ্র বাংলাদেশ। যার জেরে পশ্চিমবাংলার বুকেও বাংলাদেশ সরকারের বিরোধিতায় মুখর হয়ে উঠেছে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন।সেরূপ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির বোলপুর-শান্তিনিকেতন শাখার পক্ষ থেকে রবিবার বিশ্বভারতীর গেটের সামনে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। মূল দাবি হিসেবে আওয়াজ তোলে যে, বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনকে রুখতে রাষ্ট্র নির্দেশিত গনহত্যার বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন। বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর। বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে- এরূপ বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান সম্বলিত পোস্টার হাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সেই সাথে শ্লোগান ও গণ সংগীতের মাধ্যমে মুখরিত করে তোলে প্রতিবাদ সভা। বক্তারা বলেন বাংলাদেশ ছাত্র আন্দোলনে সামিল হতে গিয়ে এপর্যন্ত প্রায় ১১৫ জন ছাত্র নিহত হয়েছে। সেই সরকারকে ধিক্কার জানানো হয়। এছাড়াও বলেন একসময় লোকমুখে বলতে শোনা যেত সোনার বাংলাদেশ। বর্তমানে সেটা পাল্টে সেনার বাংলাদেশে পরিনত হয়েছে বলে অনেকেই কটাক্ষ করছেন। তাইতো নিরীহ ছাত্রদের উপর গুলি চালিয়ে আন্দোলনকে দমন করতে চাইছে। বাংলাদেশের ঘটে চলা ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং সরকারের প্রতি তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন।এদিন প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির বোলপুর-শান্তিনিকেতন শাখার সম্পাদক স্বপ্ননীল মুখার্জী এবং সভাপতি শৈলেন মিশ্র সহ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠরত বহু পড়ুয়াগন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চুরি হওয়া বাইক পুলিশ উদ্ধার করল ৪২ ঘন্টায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জিয়াগঞ্জ

আপনজন: চুরি হয়ে যাওয়া মোটরবাইক ৪২ ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার, গ্রেফতার এক যুবক পুলিশের জালে।

উল্লেখ্য গত বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বাজার এলাকা থেকে নিতেশ জেন নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে একটি মোটর বাইক চুরি হয়ে যায়। মোটর বাইক মালিক জিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগ ভিত্তিতে জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্তে নেমে শনিবার রাতে বহরমপুর থানার গোয়ালপাড়া আসলাম খান নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় চুরি হয়ে যাওয়া মোটরবাইক। চুরি হয়ে যাওয়া মোটরবাইক ৪২ ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার হওয়া খুশি বাইক মালিক। পুলিশ সূত্রে ধৃত যুবকের নাম জানা যায় আসলাম খান। ধৃত যুবককে রবিবার বিচারকের কাছে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন চেয়ে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে দুই দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এই ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত আছে ঘটনার পুরো তদন্ত শুরু করেছে জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ।

অভ্যর্থনা মঞ্চে একাধিক মন্ত্রী ও বিধায়ক

সুরজীৎ আদক ● হাওড়া

আপনজন: রবিবার একুশে জুলাই-এর ধর্মতলার শহিদ সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের জন্য সমস্তরকম ভাবে সহযোগিতার জন্য হাওড়ার রেলস্টেশনের কাছে দলের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা মঞ্চ করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস,অরূপ রায়,পুলক রায়,তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ:সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার,বিধায়ক গৌতম চৌধুরী,সুকান্ত পাল,ডাঃ নির্মল মাজি,হাওড়া সদর জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র,গ্রামীণ জেলার যুব সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শক্তিগড়ে সরকারি অভিযানে বাজেয়াপ্ত কুইন্টাল কুইন্টাল ল্যাংচা

আমীরুল ইসলাম ● শক্তিগড়

আপনজন: বর্ধমানের শক্তিগড়ে বাজেয়াপ্ত শনিবার কুইন্টাল কুইন্টাল ল্যাংচা। বাসি ল্যাংচা বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত। শক্তিগড়ে পরপর ল্যাংচার দোকানে অভিযান ডিইবিকে সঙ্গে নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের। বাজেয়াপ্ত ৩ কুইন্টাল বাসি ল্যাংচা।শক্তিগড়ে ১৯ নং জাতীয় সড়কের ধারে ল্যাংচা হাব থেকে বস্তা বস্তা ল্যাংচা তুলে নিয়ে গিয়ে জেসিবি দিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলা হচ্ছে। মূলত গোডাউনে বস্তা বস্তা ফাংগাস ভরা আধকাঁচা ল্যাংচা রয়েছে, এই খবর পেয়ে বর্ধমানে শক্তিগড়ে ফের হানা প্রশাসনিক আধিকারিকদের। জেসিবি নিয়ে এসে মাটি খুড়ে মাটিতে পুতে নষ্টও করা হল খাবারের অযোগ্য ল্যাংচা। ২১ জুলাইয়ের আগে বৃহস্পতিবারের পর ফের শনিবার বর্ধমানের বিখ্যাত শক্তিগড়ের ল্যাংচার দোকানগুলিতে হানা দিল স্বাস্থ্য দফতর। জেলা পুলিশ, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর ও লিগ্যাল মেট্রোলজি দফতর। এদিন অভিযানের নেতৃত্ব দেন জেলার উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী ও ডেপুটি পুলিশ সুপার (ডিইবি) এ এস চ্যাটার্জী। এ দিন এই হানাদারিতে প্রতিনিধিরা দেখেন, অধিকাংশ দোকানের রান্না-ঘর এখনও অস্বাস্থ্যকর, মিষ্টির কড়াইয়ে নেই ঢাকনা। কারিগরদের কোনও স্বাস্থ্যপরীক্ষা হয় না। নেই সামান্য পরিচ্ছন্নতা বজায়ও। কোথাও বা বিষাক্ত রং মেশানো হচ্ছে মিষ্টিতে। এছাড়াও অনেকগুলি দোকানের গুদামে হানা দিয়ে সাত-দশদিন আগে থেকে ভেজে রাখা, ফাংগাস পরে যাওয়া ল্যাংচা মেঝের উপর ডাঁই করে রাখা অবস্থায় দেখতে পান হানাদারি টিম। টিমের প্রাথমিক অনুমান, এই সমস্ত বাসি মিষ্টি যা ২১-শে জুলাই পুনরায় ভেজে, রসে ডুবিয়ে বিক্রি করবার পরিকল্পনা ছিল।কারণ ২১ শে জুলাই বিভিন্ন জেলা থেকে গাড়িতে করে জাতীয় সড়ক ধরে বহু তৃণমূলকর্মী আসা-যাওয়া করেন এবং এর জন্য শক্তিগড়ে ল্যাংচার চাহিদা থাকে তুঙ্গে। পরীক্ষার জন্য কয়েকটি নমুনা রেখে বাকি প্রায় তিন কুইন্ট্যাল এই ধরণের ভাজা ল্যাংচা আজ বাজেয়াপ্ত করে তা পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। সাতজন দোকানদারকে আইনী নোটিস ধরানো হয়েছে,কয়েকজনের বিরুদ্ধে শক্তিগড় থানায় ডায়েরি করা হয়েছে। জানা গেছে, সমস্ত অসাধু দোকানদারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ মামলা রুজু করা হচ্ছে। তাঁদের প্রত্যেকের দশ লক্ষ টাকা অবদি জরিমানা ও সাত বছর পর্যন্ত হাজতবাস বা উভয়ই হতে পারে। এদিন ক্রেতাদের শক্তিগড়ে ল্যাংচা কেনার আগে যথেষ্ট সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন আধিকারিকরা।

প্রথম নজর

ইতালির প্রধানমন্ত্রীর উচ্চতা নিয়ে বিদ্রুপ, ৫ হাজার ইউরো জরিমানা

আপনজন ডেস্ক: ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির উচ্চতা নিয়ে বিদ্রুপের অভিযোগে গিউলিয়া কোর্তেসে নামের এক সাংবাদিককে ৫ হাজার ইউরো (৬ লাখ ৪১ হাজার টাকা) জরিমানা করেছেন দেশটির একটি আদালত। ইতালির সংবাদমাধ্যম এএনএসএ'র বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে রয়টার্স। এএনএসএ জানিয়েছে, ২০২১ সালের অক্টোবরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (তৎকালীন টুইটার) জর্জিয়া মেলোনির শারীরিক উচ্চতা নিয়ে বিদ্রুপাত্মক পোস্ট দেন গিউলিয়া কোর্তেসে। সেই পোস্টে তিনি বলেন, "আমি আপনাকে ভয় পাইনা জর্জিয়া মেলোনি। কারণ সত্যি কথা বলতে, আপনার উচ্চতা মাত্র ১ দশমিক ২ মিটার (৪ ফুট)। আমি এমনকি আপনাকে দেখতেও পাইনা।" সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এই পোস্ট করার পরেই গিউলিয়া বিরুদ্ধে বডিশেমিংয়ের অভিযোগ তুলে আদালতে মানহানির মামলা করেন জর্জিয়া মেলোনি। বুধবার (১৭ জুলাইে) সেই মামলার রায় ঘোষণা করেন আদালত। গিউলিয়া অবশ্য উচ্চ আদালতে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। এর আগেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিদ্রুপের কারণে ১ হাজার ২০০ ইউরো (১ লাখ ৫৪ হাজার টাকা) জরিমানা দিতে হয়েছিল গিউলিয়াকে। জর্জিয়া মেলোনির প্রকৃত উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তার আইনের আশ্রয় নেওয়ার ইতিহাসও নতুন নয়। গত বছর রবের্তো স্যাভিয়ানো নামের এক টিভি সাংবাদিক এক টক শো অনুষ্ঠানে অভিবাসী ইস্যুতে মেলোনির নেতৃত্বাধীন সরকারের কঠোর মনোভাব নিয়ে অপমান করেছিলেন তাকে। তার বিরুদ্ধেও মানহানির মামলা করেছিলেন মেলোনি। মামলায় পরাজিত হয়ে সেই রবের্তোকে ১ হাজার ইউরো জরিমানাও দিতে হয়েছিল।

দূষণমুক্ত প্রমাণ করতে নদীতে সাঁতরালেন মেয়র

আপনজন ডেস্ক: প্যারিসের সেইন নদী দূষণমুক্ত এবং সেখানে সাঁতার কাটা নিরাপদ এটি প্রমাণ করতে নিজেই পানিতে নামেন মেয়র এনি হিদালগো। উপস্থিত মানুষের সামনে নদীতে সাঁতানোর পুরোটা সময় হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন তিনি। এনবিসি নিউজের বুধবারের (১৭ জুলাই) প্রতিবেদনে বলা হয়, এ নদীতে 'গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ' হিসেবে পরিচিত গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের ইভেন্ট আয়োজনের কথা রয়েছে। ২৬ জুলাই প্যারিসে এ মহা ক্রীড়ার আসর বসবে। তার মধ্যে সেইন নদীতে ম্যারাথন সাঁতার, রোয়িং ও ক্যানোয়িংসহ একাধিক ইভেন্ট আয়োজন করা হবে।
কিন্তু দূষণের কারণে নদীটি অ্যাথলেটদের জন্য নিরাপদ নয় বলে জনমনে শঙ্কা জাগে। এরপর বছরব্যাপী সিটি কর্তৃপক্ষের পরিচ্ছন্ন অভিযানের পর এটিকে নিরাপদ ঘোষণা করা হয়। এতেই ক্ষান্ত না হয়ে সুইমিং স্যুট পরে মেয়র এনি হিদালগো নিজেই সাঁতার কাটেন। তার সঙ্গে আয়োজক কমিটির অন্যান্যরাও যোগ দেন। পরে মেয়র জানান, হ্যাঁ, পানি সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কোনো অস্বাস্থ্যকর উপাদান নেই। এমনকি তাপমাত্রাও সহনীয়।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ইসরায়েলের পার্লামেন্ট

আপনজন ডেস্ক: নতুন ফিলিস্তিন রাজ্য গঠনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে ইসরায়েলের পার্লামেন্ট।
বৃহস্পতিবার এই ভোটাভুটি হয়। ১২০ জনের পার্লামেন্টে ৬৮ জন নতুন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভোট দেন। নয় জন আরব দলের সদস্য পক্ষে ভোট দেন। বাকিরা হয় ভোট দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন অথবা পার্লামেন্টে আসেননি। ফলে ৬৮ জনের ভোটে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, কোনোভাবেই নতুন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সমর্থন করে না ইসরায়েল।
জর্ডনের পশ্চিমে নতুন এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইসরায়েল স্বীকার করবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এর ফলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আরো বৃদ্ধি পাবে। হামাসের মতো সন্ত্রাসীদের বৈধতা দেওয়া হবে। নতুন রাষ্ট্র থেকে তারা সংগঠিত আক্রমণ চালাবে। যা ইসরায়েলের শান্তি বিঘ্নিত করবে। নিজেদের সার্বভৌম জমি ছাড়তেও নারাজ ইসরায়েল।
উল্লেখ্য, ইসরায়েলের মতোই জার্মানি-সহ একাধিক দেশ এবং সংগঠন হামাসকে জঙ্গি সংগঠন বলে মনে করে।
এদিকে ফিলিস্তিনের প্রশাসন ইসরায়েলের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে। তাদের বক্তব্য, এই সিদ্ধান্ত সংঘাতের রাজনৈতিক সমাধানের পরিপন্থী। বস্তুত, জাতিসংঘের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াও তাই। জাতিসংঘের মুখপাত্র বলেছেন, আন্তোনিও গুতেরেস এই সিদ্ধান্তে খুশি নন। তিনি বলেছেন, এভাবে দুই রাষ্ট্র তত্ত্বের রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় না।
রাফায় নেতানিয়াহু
এদিকে পার্লামেন্টের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর রাফা সীমান্তে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু। গাজার দক্ষিণে রাফায় এখন ইসরায়েলের সেনা অভিযান চালাচ্ছে। প্রায় ২০ লাখ মানুষ এই অঞ্চলে আশ্রয় শিবিরে ছিলেন। ইসরায়েল তাদের সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। রাফা-সহ দক্ষিণ গাজার একাধিক জায়গায় ইসরায়েল এখন অভিযান চালাচ্ছে।
নেতানিয়াহুর রাফা সফর স্বাভাবিকভাবেই গোপন রাখা হয়েছিল। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসার পর বিষয়টি প্রচার করা হয়। রাফায় ইসরায়েলের সেনা জওয়ানদের মনোবল বাড়ান প্রধানমন্ত্রী। অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। সম্প্রতি নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, হামাস তাদের সমস্ত শর্ত মেনে না নেওয়া পর্যন্ত গাজায় অভিযান চলবে। যদিও জাতিসংঘ-সহ একাধিক দেশ অভিযোগ করছে, গাজায় যেভাবে ইসরায়েল অভিযান চালাচ্ছে, তাতে অসংখ্য সাধারণ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। পাশাপাশি সেখানে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

এই প্রথম নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত বাইডেনের

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন, যদি শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে, তাহলে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করবেন তিনি। মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানিয়েছেন বাইডেন।
মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি সহানুভূতিশীল সংবাদমাধ্যম বেট-কে মঙ্গলবার সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেখানে তিনি বলেন, যদি আমার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং চিকিৎসকরা বলেন- 'আপনার এই সমস্যা আছে, ওই সমস্যা আছে', তাহলে আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াব।
প্রসঙ্গত, এই প্রথম নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। আর এই সাক্ষাৎকার প্রদানের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তার প্রেস সেক্রেটারি ক্যারিন জিন পিয়েরে হোয়াইট হাউসে এক ব্রিফিংয়ে জানান, বাইডেন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং এই মুহূর্তে মৃদু উপসর্গে ভুগছেন। বয়সজনিত কারণে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অনেকেই প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে বাইডেনকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে চলেছেন। অতি সম্প্রতি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এমপি এবং বাইডেনের বিশেষ আস্থাভাজন এডাম শ্চিফও তাকে 'নির্বাচনের মশাল অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার' আহ্বান জানিয়েছেন।
এ প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের উত্তরে বাইডেন বলেন, আমি প্রার্থিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এত কিছু ভাবিনি। আমার ধারণাতেও ছিল না যে এই ব্যাপারটি নিয়ে (দলের ভেতর) এই মাত্রার বিভক্তির সৃষ্টি হবে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের আয়োজনে গত ২৮ জুন প্রথমবারের মতো নির্বাচনী বিতর্ক হয় ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জো বাইডেনের মধ্যে। বিতর্কে দেশের অর্থনীতি সামলানো, পররাষ্ট্রনীতির রেকর্ড ও ব্যাপক সংখ্যক অভিবাসী আগমন ইস্যুতে বাইডেনের তীব্র সমালোচনা করেন ট্রাম্প; কিন্তু স্পষ্ট ও আত্মবিশ্বাসপূর্ণ যুক্তি দিয়ে সেসব সমালোচনা খণ্ডন করতে অনেকাংশে ব্যর্থ হন বাইডেন। তাকে বেশ ক্লান্তও দেখা যাচ্ছিল সে সময়।
বিতর্কের পর তাৎক্ষণিক এক জরিপে জানা গেছে, বিতর্ক অনুষ্ঠানটি দেখেছেন- এমন দর্শকদের মধ্যে ৬৭ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেখতে চান। ওই বিতর্কের পর বাইডেনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার ইস্যুতে নতুন করে আলোচনা শুরু হয় ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে। দলের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ দাতা জানান, বাইডেন প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করলে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তহবিলে অর্থ প্রদান করা বন্ধ করে দেবেন তারা।

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলের দখলদারিত্ব অবৈধ: জাতিসংঘের শীর্ষ আদালত

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত শুক্রবার বলেছে, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ও সেখানে বসতি স্থাপনে ইসরায়েলের দখলদারিত্ব অবৈধ এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা প্রত্যাহার করা উচিত।
বিশ্ব আদালত নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের (আইসিজে) বিচারকদের পরামর্শমূলক মতামত বাধ্যতামূলক নয় তবে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ওজন বহন করে এবং ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন দুর্বল করতে পারে।
প্রেসিডেন্ট নাওয়াফ সালাম বলেন, 'পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ইসরাইলি বসতি স্থাপন করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে তা টিকিয়ে রাখা হচ্ছে।
আদালত বলেছে, ইসরায়েলের বাধ্যবাধকতার মধ্যে রয়েছে ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং "বিদ্যমান বসতি থেকে সমস্ত বসতি স্থাপনকারীদের" সরিয়ে নেওয়া।
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই মতামতকে 'মৌলিকভাবে ভুল' ও একপেশে বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাদের অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করেছে যে, কেবল আলোচনার মাধ্যমেই এ অঞ্চলে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব।
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ইহুদি জাতি তার নিজের ভূমিতে দখলদার হতে পারে না।
এই মতামত পশ্চিম তীরের বসতি স্থাপনকারীদের পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচের মতো রাজনীতিবিদদেরও ক্ষুব্ধ করেছিল, যার জাতীয়তাবাদী ধর্মীয় দল বসতি স্থাপনকারী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ এবং যিনি নিজে পশ্চিম তীরের বসতিতে বাস করেন।
পশ্চিম তীরকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি বলেন, 'হেগের জবাব- এখনই সার্বভৌমত্ব।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে হুমকি দেওয়ায় যুবক গ্রেপ্তার

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে হুমকি দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত ওই ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট বাইডেনসহ মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে হুমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে হুমকি দেওয়ার দায়ে ফ্লোরিডার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগামী নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও বাইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টার কয়েকদিন এই গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটল।
গ্রেপ্তারকৃত ওই ব্যক্তির নাম জেসন প্যাট্রিক অ্যালডে (৩৯)।
ফ্লোরিডার নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি অফিস জানিয়েছে, গত সোমবার জেসন প্যাট্রিককে গ্রেপ্তার করা হয়।
ফ্লোরিডার কুইন্সির বাসিন্দা অ্যালডের বিরুদ্ধে 'হুমকিপূর্ণ বার্তা পাঠানো, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং অন্যান্য ফেডারেল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার কাজে নিযুক্ত' থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে অ্যাটর্নি অফিস বুধবার এক ঘোষণায় বলেছে।
ফৌজদারি অভিযোগ অনুসারে, গত মাসে ফ্লোরিডার তালাহাসিতে মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা করার সময় বাইডেন সম্পর্কে হুমকিমূলক বিবৃতি দিয়েছিলেন অ্যালডে।
এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে দেওয়া নানা পোস্টে তিনি আরও হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
গ্রেপ্তারের পর অ্যালডেকে বিচারের অপেক্ষায় আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কোটা আন্দোলনে যা ঘটছে, তা নজরে রাখছে যুক্তরাষ্ট্র: মিলার

আপনজন ডেস্ক: শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কারের আন্দোলনে বাংলাদেশে যা ঘটছে তা ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস এবং ওয়াশিংটন থেকে গভীরভাবে নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট। এছাড়া বাংলাদেশ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহতভাবে নিজেদের উদ্বেগের বিষয়টি স্টেট ডিপার্টমেন্টের পোডিয়াম থেকে জানান দিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। বিগত দেড় দশক ধরে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ যে নির্যাতন এবং সহিংসতা চালিয়ে যাচ্ছে সেজন্য সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ সংগঠন হিসাবে তালিকাভুক্ত করার বিষয়ে সরাসরি কোনো কথা বলা যাবেনা বলে জানান এই মুখপাত্র।
ব্রিফিংয়ে অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনে ছাত্রলীগ এবং আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত সহিংসতার বিষয়টি উত্থাপন করে স্টেট ডিপার্টমেন্ট করেসপন্ডেন্ট মুশফিকুল ফজল আনসারী জানতে চান, 'বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে হামলা অব্যাহত রেখেছে ক্ষমতাসীন সরকার। সরকারের মদদপুষ্ট আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর হাতে এখন পর্যন্ত অন্তত ৬ জন শিক্ষার্থী প্রাণ হারিয়েছেন। ক্ষমতাসীন সরকারের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের ওপর, বিশেষ করে ছাত্রীদের ওপর নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে। গত প্রায় দেড় দশক ধরে এই সংগঠনটি এধরনের কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছে। আপনারা কী ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে তালিকাভুক্ত করবেন কীনা?' জবাবে মিলার বলেন, 'আপনি যে বিষয়ের কথা বলেছেন (ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা) সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কোন কথা বলতে যাচ্ছিনা। ঢাকায় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ চলাকালে যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে তা আমরা নজরে রেখেছি। আন্দোলন যেন শান্তিপূর্ণ হয় আবারও সেই আহ্বান জানাচ্ছি। একইসঙ্গে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে যেকোন ধরনের সহিংসতার নিন্দা জানাই।'
অপর এক প্রশ্নে এই প্রতিবেদক জানতে চান, 'বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র আবু সাঈদ বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশের বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন তার সহপাঠিদের নিরাপত্তার জন্য। পুলিশ তাকে গুলি করতে কোনো দ্বিধা করেনি। তিনি নিজেও বুঝে উঠতে পারেননি যে সহপাঠিদের সুরক্ষা দেবার সময় পুলিশ তাকে এভাবে গুলি করবে। জালিয়াতির নির্বাচনের পর এরকম নির্যাতন করেই শেখ হাসিনা তার ক্ষমতা আঁকড়ে ধরেছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৭ মি.

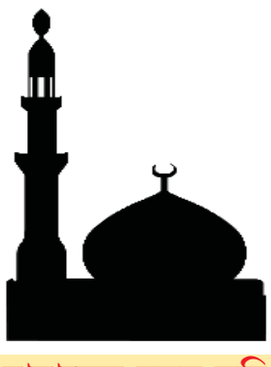

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩৪	৫.০৩
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.২০	
মাগরিব	৬.২৭	
এশা	৭.৪৭	
তাহাজ্জুদ	১১.০০	

পেরুতে ৬৫০ ফুট গভীর খাদে বাস, নিহত ২৬

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২৬ জন নিহত হয়েছেন। দেশটিতে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় যাত্রীবাহী একটি বাস খাদে পড়ে গেলে প্রাণহানির এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৪ জন। বুধবার (১৭ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি।

তরুণী জিম্মিদের মুক্ত করতে অপেক্ষা করার সময় নেই: মোসাদ প্রধান

আপনজন ডেস্ক: হামাসের হাতে আটক নারী জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছেন মোসাদ প্রধান ডেভিড বার্নেয়া। তবে তিনি বিশেষভাবে কেন নারীদের ওপর আলোকপাত করেছেন, তা স্পষ্ট নয়। ইসরাইলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেছেন। বৈঠকে উপস্থিত অন্যরাও দ্রুত চুক্তির প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন জানিয়েছেন। মোসাদ প্রধান বলেন, হামাসের হাতে আটক তরুণী জিম্মিদের মুক্ত করতে আলোচনায় সমঝোতার জন্য অপেক্ষা করার মতো সময় নেই। বুধবার হিব্রু ভাষার সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মঙ্গলবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। টাইমস অব ইসরাইল এ খবর জানিয়েছে। তিনি বলেন, আলোচনায় সমঝোতা হতে কয়েক সপ্তাহ লাগতে পারে। জিম্মিদশায় থাকা মেয়েদের অপেক্ষা করার সময় নেই। জিম্মি থাকা নারীরা ধর্ষণের শিকার হতে পারেন বলে শঙ্কায় মন্ত্রী গিলা গামলিয়েল বলেছেন, নারীরা ৯ মাস পর জন্ম দিতে পারেন। এটি একটি বিপর্যয়, যা থেকে পুনরুদ্ধার করা যায় না। মন্ত্রী গামলিয়েল প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন গাভির এবং অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোটরিচের হুমকিকে উপেক্ষা করতে চাপ দিয়েছেন।

বেইজিংয়ে ফের ঐক্য সংলাপে বসছে ফাতাহ-হামাস

আপনজন ডেস্ক: প্রায় তিন মাস স্থগিত থাকার পর ফের শুরু হতে যাচ্ছে ফিলিস্তিনের দুই প্রভাবশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠী ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে ঐক্য সংলাপ।
সোমবার (১৫ জুলাই) দুই গোষ্ঠীর একাধিক জ্যেষ্ঠ নেতা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর রয়টার্সের।
তারা জানান, এ সংলাপটি শুরু হবে চলতি জুলাই মাসের শেষ দিক থেকে। আগের মতো দুপক্ষের বৈঠক বসছে বেজিংয়ে। গাজা, পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেম-তিন ভূখণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত ফিলিস্তিন। ২০০৭ সাল থেকে গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করছে সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী হামাস। অন্যদিকে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ক্ষমতায় রয়েছে রাজনৈতিক দল ফাতাহের নেতৃত্বাধীন জোট ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (প্যালেস্টাইনিয়ান অথরিটি-পিএ)। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ফাতাহের শীর্ষ নেতা। এক সময় গাজা উপত্যকায়ও ক্ষমতায় ছিল ফাতাহ। কিন্তু ২০০৭ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে গাজার ক্ষমতা গ্রহণের পাশাপাশি ফাতাহকে উপত্যকা থেকে উচ্ছেদ করে হামাস। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধিতার প্রধান ইস্যু স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা নিয়ে। ফাতাহ সংলাপ এবং রাজনৈতিক তৎপরতার ভিত্তিতে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৯৭ সংখ্যা, ৮ শ্রাবণ ১৪৩১, ১৫ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

অমৃতময়ী

উনিশ শতকের প্রখ্যাত ইংরেজ কবি জোসেফ রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের মা-সংক্রান্ত একটি উদ্ধৃতি বিশ্বময় খ্যাতি পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :'গড কুড নট বি এভরিহোয়ার, অ্যান্ড দেয়ার ফর হি মেড মাদারস।' অর্থাত্, ঈশ্বর সর্বত্র থাকিতে পারেন না, এই জন্য তিনি মায়েদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর নিশ্চয়ই সর্বত্র বিরাজ করেন; কিন্তু রুডইয়ার্ড কিপলিং মূলত বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ঈশ্বর যেমন তাহার সৃষ্ট প্রাণের প্রতি দরদি, তেমনি ঈশ্বরের পরে এই বিশ্বজগতে সবচাইতে দরদি সত্তা হইল 'মা'। তাহা শুধু মানুষের মধ্যেই নহে, সকল প্রাণীর মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে, মায়ের বিশালত্ব কোনো কিছু দিয়াই পুরাপুরি তুলিয়া ধরা সম্ভব নহে। খ্যাতিমান কবি কাজী কাদের নেওয়াজ তাহার 'মা' কবিতায় এই জন্য লিখিয়াছেন–'মা কথাটি ছোট্ট অতি কিন্তু জেনো ভাই,/ ইহার চেয়ে নাম যে মধুর ত্রিভুবনে নাই।' পৃথিবীর সকল বিখ্যাত মানুষের আত্মজীবনীতেই মায়ের ভূমিকা ও অবদান দারুণভাবে উদ্ভাসিত। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন যেমন বলিয়াছেন, 'আমি যাহা হইয়াছি বা ভবিষ্যতে যাহা হইতে চাহি, তাহার সকল কিছুর জন্য আমি আমার মায়ের নিকট ঋণী।' বিশ্বখ্যাত ফুটবলার দিয়াগো ম্যারাডোনা বলিয়াছেন, 'আমার মা মনে করেন আমিই সেরা, আর মা মনে করেন বলিয়াই আমি সেরা হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছি।' ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনোপার্টের মা-সংক্রান্ত উক্তিটি তো জগদ্বিখ্যাত–'আমাকে শিক্ষিত মা দাও; আমি তোমাদের একটা সভ্য, শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।' মাতৃসত্তা আসলে কী জিনিস, তাহার অসাধারণ উদাহরণ পাওয়া যায় কবি ইমতিয়াজ মাহমুদের একটি কবিতার মধ্যে। কবিতাটির সারবত্তা এইরকম–রাজপুত্রের মা হইবে বলিয়া এক ডাইনি রাজপুত্রের আসল মাকে পাথর বানাইয়া ফেলিল। তাহার পর রাজপুত্রকে পরম মমতায় কোলেপিঠে করিয়া বড় করিল। বড় হইয়া সেই রাজপুত্র জানিতে পারিল তাহার মা আসলে ডাইনি। রাজপুত্র তখন এক পূর্ণিমার রাতে দিঘির ভিতরে ডুব দিয়া কৌটায় থাকা ভোমরার গলা টিপে হত্যা করিল ডাইনিটাকে। ডাইনিটা তখনো দিঘির পাড়েই দাঁড়াইয়া ছিল। রাজপুত্র একবারও ভাবিল না, সে যখন কৌটা খুলিতেছিল, ডাইনিটা ইচ্ছা করিলে তখনো তাহাকে পাথর বানাইয়া ফেলিতে পারিত! স্পষ্টতই, প্রকৃতি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, ডাইনিও যদি মা হয়, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা সেই ডাইনির নিকট নিজের জীবনের চাইতেও বড় হইয়া উঠে। পৃথিবীতে অনেক দিবস রহিয়াছে, মায়েদের জন্য তো একটি নির্দিষ্ট দিন থাকিতেই হইবে। প্রতি বত্সর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারই আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস উদ্যাপন করা হয়। ইহার নেপথ্যে রহিয়াছে আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গ্রাফটন শহরের একটি কাহিনি। ঐ শহরের অ্যানা জার্ভিস নামের এক নারী তাহার মা অ্যান মারিয়া রিভস জার্ভিসের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ছোট ছোট ওয়ার্ক ক্লাব করিয়া সমাজের পিছাইয়া পড়া নারীদের জন্য কাজ করিতেন। মায়েদের জন্য তাহার ভাবনটি ছিল এই রকম–'আমি প্রার্থনা করি, একদিন কেহ না কেহ কোনো মায়ের জন্য একটা দিন উত্সর্গ করুক। কারণ মায়েরা প্রতিদিন মনুষ্যত্বের জন্য নিজেদের জীবন উত্সর্গ করিয়া চলিয়াছেন। ইহা তাহাদের অধিকার।' মায়ের প্রতিটি শব্দ মনে রাখিয়াছিলেন অ্যানা। আর সেই কারণেই অ্যানের মৃত্যুর দিনটিকে (১২ মে ১৯০৭) সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মায়ের উদ্দেশে উত্সর্গ করেন তিনি। তাহার পর হইতেই মায়েদের প্রতি সম্মানে পালিত হইয়া আসিতেছে মা দিবস। এই 'ধরণি'কেও আমরা তুলনা করি মায়ের সহিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'জননী অমৃতময়ী!' গীতাঞ্জলির একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন, 'জননী, তোমার করুণ চরণখানি/ হেরিনু আজি এ অরুণকিরণ রূপে।/ জননী, তোমার মরণহরণ বাণী/ নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।' বাংলায় একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ হইল দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা না বুঝা। ইহার ব্যাখ্যায় বলা হয়, মা জীবিত থাকিতে অনেক সময় আমরা মায়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে, এই জগতে তাহারাই ধনী, যাহাদের মা বাঁচিয়া রহিয়াছেন। এই কারণে মা যত দিন আছেন, তত দিনই আমরা সৌভাগ্যবান থাকিব মায়ের সেবা করিতে। মাতা-পিতার অবর্তমানে কবরের নিকট গিয়া আমরা প্রার্থনা করিতে পারি–'রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানি সগিরা।' অর্থাত্, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি তাহাদের (মাতা ও পিতার) প্রতি রহম (দয়া) করুন, যেই রকম তাহারা আমাকে শিশুকালে (মায়া-মমতা ও স্নেহপরায়ণ আচরণ দ্বারা) লালনপালন করিয়াছেন।'

• • • • • • • • • • • • •

রোহিঙ্গারা কোন পক্ষে, জান্তা না আরাকান আর্মি?

গত ২৬ মার্চ ইরাবতীতে প্রকাশিত আমার 'মিয়ানমারের জান্তা রাখাইন ও রোহিঙ্গা দুই পক্ষকে বোকা বানাতে খেলছে' শিরোনামের নিবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে আমি লিখেছিলাম, 'রাখাইন রাজ্যে অস্তিত্ব-সংকটের মুখে মিয়ানমারের জান্তা সরকার মরিয়াভাবে জাতিগত বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে। প্রশ্ন হলো, রাখাইন ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে মিলমিশটা কতটা গভীর হয়েছে, জান্তার খেলাটা তারা কতটা গভীরভাবে দেখতে পারছে ও জান্তার খেলা তারা কতটা প্রত্যাখ্যান করতে পারছে এবং জান্তার পুতুলে পরিণত হওয়া তারা কতটা ঠেকাতে পারছে?' লিখেছেন **পল গ্রিনিং....**

অনেকে দাবি করেন, উত্তর রাখাইনে আসলে কী ঘটছে সেটা তাঁরা জানেন। কিন্তু বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিচার করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে বেশির ভাগ মানুষই তাঁদের নিজেদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করছেন। ফলে প্রকৃত সত্যের মাঝামাঝি কোথাও তাঁরা অবস্থান করছেন।

গত ২৬ মার্চ ইরাবতীতে প্রকাশিত আমার 'মিয়ানমারের জান্তা রাখাইন ও রোহিঙ্গা দুই পক্ষকে বোকা বানাতে খেলছে' শিরোনামের নিবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে আমি লিখেছিলাম, 'রাখাইন রাজ্যে অস্তিত্ব-সংকটের মুখে মিয়ানমারের জান্তা সরকার মরিয়াভাবে জাতিগত বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে। প্রশ্ন হলো, রাখাইন ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে মিলমিশটা কতটা গভীর হয়েছে, জান্তার খেলাটা তারা কতটা গভীরভাবে দেখতে পারছে ও জান্তার খেলা তারা কতটা প্রত্যাখ্যান করতে পারছে এবং জান্তার পুতুলে পরিণত হওয়া তারা কতটা ঠেকাতে পারছে?'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যদি বিচার করি, তাহলে এটা বলা যায় যে জান্তা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সফল হয়েছে। চরমপন্থী ও পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আধিপত্য বিস্তার করছে এবং মধ্যপন্থীদের বক্তব্য ডুবিয়ে দিচ্ছে। এটাই জান্তার উদ্দেশ্য। আর তাদের ৭০ বছরের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে অনেকে গণহত্যাসহ নানা ধরনের অপরাধের অভিযোগ তুলে আরাকান আর্মিকে দায়ী করছেন। কিন্তু জান্তার অপরাধগুলো তাঁরা উল্লেখ করছেন না।

এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে যে এসব অ্যাকাউন্টের মধ্যে অনেকগুলো প্রকৃতপক্ষে সামরিক জান্তা নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রোহিঙ্গা অভিবাসী ও আন্দোলনকর্মীদের অনেকে একই সুরে কথা বলছেন। আরাকান আর্মি বর্ণবাদী টুইটের মাধ্যমে এর প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। ফলে ক্ষোভ ও উত্তেজনা তীব্র হচ্ছে। আরাকানে সব পক্ষের মধ্যে সমানুভূতি ও বোঝাপড়ার ঘাটতি রয়েছে।

সামরিক জান্তার অবস্থান হলো, 'আমরা যদি এটা না পাই, তাহলে সেটা ঝাড়েবংশে ধ্বংস করে দেব।' তারা বুথিডাং ও সিত্তেতে রোহিঙ্গাদের আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বাধ্য করেছে। এ ঘটনা অনেক রাখাইনকে, এমনকি আরাকান আর্মির নেতৃত্বকে ক্ষুব্ধ করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেছে যে জান্তারা রোহিঙ্গাদের প্রতিবাদে নামতে বাধ্য করেছে।

এরপর জান্তা কিছু রোহিঙ্গাকে সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ দেয়। অথচ সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবেই স্বীকৃতি দেয় না। আর ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের জাতিগতভাবে নির্মূল করার চেষ্টা করেছিল।

একটা অসুবিধাজনক সত্য হচ্ছে, কিছু রোহিঙ্গা সামরিক বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। সেটা উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আরাকান আর্মির প্রধান ওয়াং স্রা নাইং এক্সে যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, সেখানে সমানুভূতির ঘাটতি ছিল।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা প্রায় সবার কাছ থেকে দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। তারা সামরিক সরকার, দ্য ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি), রাখাইনদের হাতে সহিংসতার শিকার হয়েছে। আবার রোহিঙ্গাদের প্রতি যারা সমব্যথী তারাও তাদেরকে উপেক্ষা করেছে। সুতরাং রোহিঙ্গাদের অনেকে জান্তাবিরোধী লড়াইকে বিপ্লব বলে মনে করছে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন রোহিঙ্গা বিদ্রূপ করে লিখেছেন, 'কী বিপ্লব!' অনেক রোহিঙ্গার কাছে এটা কেবল বেছে নেওয়ার ব্যাপার যে তাদের জন্য সেরা বিকল্পটা কারা। কিছু রোহিঙ্গা তাই বিশেষ প্রশাসনিক কাউন্সিলকে বেছে নিচ্ছে। কারণ, তারা মনে করছে শেষ পর্যন্ত বিশেষ কাউন্সিলই জিতবে এবং তাদেরকে খাদ্য, ইউনিফর্ম ও বন্দুক দিচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠসংখ্যক রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের বিপ্লবকে সমর্থন করে। অনেকে আরাকান আর্মির চালু করা প্রশাসন, পুলিশ ও এমনকি সশস্ত্র বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আরাকান আর্মির প্রধান সাম্প্রদায়িক দোষারোপের ফাঁদে আটকা পড়েছেন। আরাকান আর্মির কিছু সদস্য কোনো বিচার-বিবেচনা না করেই রোহিঙ্গাদের ওপর হামলা করেছে। আরাকান আর্মি মনে করছে, তারা রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা ও সুরক্ষা দিয়েছে। অথচ কিছু রোহিঙ্গা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে জান্তার পক্ষে যোগ দিয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সংখ্যাগরিষ্ঠসংখ্যক রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের বিপ্লবকে সমর্থন করে। অনেকে আরাকান আর্মির চালু করা প্রশাসন, পুলিশ ও এমনকি সশস্ত্র বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আরাকান আর্মির প্রধান সাম্প্রদায়িক দোষারোপের ফাঁদে আটকা পড়েছেন। আরাকান আর্মির কিছু সদস্য কোনো বিচার-বিবেচনা না করেই রোহিঙ্গাদের ওপর হামলা করেছে। এটা মূলত ঘটেছে আরাকান আর্মির প্রতি রোহিঙ্গা অভিবাসী ও আন্দোলনকর্মীদের নিন্দা ও অভিযোগের কারণে। এই অভিযোগ ও নিন্দা আরাকান আর্মির নেতৃত্বকে আরও ক্ষুব্ধ করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নামে ছদ্ম অ্যাকাউন্ট খুলে উত্তেজক বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।

মংডু এখন সবার মনোযোগের কেন্দ্র। রোহিঙ্গা, রাখাইন হিন্দু, মারামাগ্রিসসহ (বড়ুয়া) আরও কিছু জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা সেখানে আটকা পড়েছে।

গত ১৪ জুন থেকে আরাকান আর্মি মংডুর বাসিন্দাদের সরে যেতে সতর্ক করে। যাদের টাকাপয়সা আছে, তারা এরই মধ্যে সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। কিছু ধনী রোহিঙ্গা ইয়াঙ্গুনে চলে গেছে। আশপাশের গ্রামের কিছু রোহিঙ্গা এরই মধ্যে নিরাপদ জায়গায় সরে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা এখনো কেন মংডুতে রয়ে গেছে?

রোহিঙ্গা, রাখাইন ও বড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে এর পেছনে কয়েকটি কারণ জানতে পেরেছি। এর মধ্যে তথ্যের ঘাটতি, ঘরবাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যেতে ভয়, টাকাপয়সার সংকট, জান্তার তল্লাশিচৌকি, জান্তার রোহিঙ্গা যোদ্ধা অথবা আরাকান রোহিঙ্গা সলিডারিটি আর্মির হামলার মুখে পড়ার শঙ্কা করছে তারা। বয়স্ক যারা, তারা তাদের বাসস্থান ছেড়ে যেতে রাজি নয়। আরাকান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় রোহিঙ্গা গ্রাম আছে, সেখানে রোহিঙ্গারা পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রোহিঙ্গা গ্রামগুলো পাড়ি দিয়ে যারা অন্যখানে পালাতে চাইছে, তাদের কাছ থেকে চাঁদা নিচ্ছে গ্রামবাসী।

সর্বশেষ জানা যাচ্ছে, মংডুতে যারা আটকা পড়েছে, তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করছে আরাকান আর্মি। এ প্রেক্ষাপট থেকে বলা যায় যে আরাকান আর্মি মংডু হামলা করবে কিন্তু বেসামরিক মানুষের হতাহতের সংখ্যা কমিয়ে রাখতে চায়।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা উল্লেখ করা দরকার সেটা হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ রাখাইন ও রোহিঙ্গা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে চায়। এই সংকটজনক মুহূর্তে সব পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া, পারস্পরিক সংলাপ দরকার, যাতে সামরিক জান্তার জাতিগত বিভাজনের মনস্তাত্ত্বিক খেলার ফাঁদ এড়ানো যায়।

গত ১৪ জুন থেকে আরাকান আর্মি মংডুর বাসিন্দাদের সরে যেতে সতর্ক করে। যাদের টাকাপয়সা আছে, তারা এরই মধ্যে সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। কিছু ধনী রোহিঙ্গা ইয়াঙ্গুনে চলে গেছে। আশপাশের গ্রামের কিছু রোহিঙ্গা এরই মধ্যে নিরাপদ জায়গায় সরে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা এখনো কেন মংডুতে রয়ে গেছে?

রোহিঙ্গা, রাখাইন ও বড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে এর পেছনে কয়েকটি কারণ জানতে পেরেছি। এর মধ্যে তথ্যের ঘাটতি, ঘরবাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যেতে ভয়, টাকাপয়সার সংকট, জান্তার তল্লাশিচৌকি, জান্তার রোহিঙ্গা যোদ্ধা অথবা আরাকান রোহিঙ্গা সলিডারিটি আর্মির হামলার মুখে পড়ার শঙ্কা করছে তারা। বয়স্ক যারা, তারা তাদের বাসস্থান ছেড়ে যেতে রাজি নয়। আরাকান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় রোহিঙ্গা গ্রাম আছে, সেখানে রোহিঙ্গারা পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রোহিঙ্গা গ্রামগুলো পাড়ি দিয়ে যারা অন্যখানে পালাতে চাইছে, তাদের কাছ থেকে চাঁদা নিচ্ছে গ্রামবাসী।

পল গ্রিনিং জাতিসংঘের সাবেক কর্মকর্তা

দ্য ইরাবতী থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

বয়স যে কারণে মোদি-বাইডেন-পুতিনদের দমাতে পারেনি

কেনান মালিক

প্রথম শতকের গ্রিক ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক প্লুতার্ক লিখেছিলেন, 'রাষ্ট্র যখন প্রবীণ শাসকদের কারণে সমস্যায় পড়ে বা প্রচণ্ড আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়, তখন প্রবীণদের রাজনীতিতে থাকা ঠিক হবে কি না, তা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।'

প্লুতার্ক বিশ্বাস করতেন, বয়সের মধ্য দিয়ে বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতাসঞ্জাত মানসিক দৃঢ়তা শুধু প্রবীণ ব্যক্তিরাই অর্জন করতে পারে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, যে রাষ্ট্র সব সময় প্রবীণ রাজনীতিকদের পরিত্যাগ করে, সেখানকার রাজনীতি অনিবার্যভাবে খ্যাতি ও ক্ষমতার জন্য লালায়িত যুবা শ্রেণির দ্বারা পূর্ণ হবে।

একজন যথার্থ রাষ্ট্রনায়কের যে প্রজ্ঞা ও ধীশক্তি থাকা দরকার, তা সেই তরুণ নেতাদের মধ্যে থাকে না।

প্লুতার্ক যদি এখন বেঁচে থাকতেন এবং গত মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে অনুষ্ঠিত টিভি বিতর্কে জো বাইডেনের বিপর্যয়কর পরাজয় দেখতেন, তাহলে কী বলতেন?

প্লুতার্ক যদি বিতর্কে পরাজয়ের পরও নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী থাকার বিষয়ে বাইডেনের গোঁ ধরে থাকা দেখতেন, তাহলে তিনি কী বলতেন?

প্লুতার্ক হয়তো তাঁর পুরোনো যুক্তিগুলোই তুলে ধরে বলতেন, বৃদ্ধরা দুর্বল হতে পারে, কিন্তু তাঁদের শারীরিক দুর্বলতার কারণে যতটুকু সমস্যা তৈরি করে, তার চেয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার কারণে তার তুলনায় অনেক বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে।

তবে বাইডেন সম্পর্কে প্লুতার্কের চিন্তাভাবনা যা-ই হোক না কেন, তিনি সম্ভবত সমসাময়িক রাজনৈতিক বিশ্বের বাস্তবতাকে বিবেচনায় না নিয়ে পারতেন না।

এমন নয় যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়ানো এই দুই ব্যক্তিই (যাঁদের একজনের বয়স ৮১ বছর এবং একজনের বয়স ৭৮ বছর) শুধু বয়স্ক রাজনীতিক। দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার অন্য আইনপ্রণেতারাও 'ধূসর' হয়ে গেছেন।

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের গড় বয়স ৫৮ বছর এবং সিনেটের সদস্যদের গড় বয়স ৬৫ বছর। সিনেটরদের তিন ভাগের এক ভাগের বেশির বয়স ৭০ বছর বয়সের বেশি।

শুধু যে আমেরিকাতেই বুড়োদের শাসন চলছে, তা নয়। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের মতো রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনেরও বয়স ৭১। ভারতের নরেন্দ্র মোদির বয়স ৭৩ বছর। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ মোদির চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বয়স ৭৪ বছর।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতা মাহমুদ আব্বাসের বয়স ৮৮ বছর।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির বয়স ৮৫ বছর।

এ মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক বিশ্বনেতা হলেন ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট পল বিয়া। তাঁর বয়স ৯১ বছর; অর্থাৎ বাইডেনের চেয়ে তিনি মাপা এক দশকের বড়।

তবে বিশ্বে এখন তরুণ নেতৃত্ব যে একেবারে নেই, তা নয়। অবশ্যই তরুণ নেতারা আছেন।

ফ্রান্সে গ্যাব্রিয়েল আটাল বিশ্বের এই সময়ের সবচেয়ে কম বয়সী (৩৫ বছর বয়সী) প্রধানমন্ত্রী, যদিও তিনি হয়তো খুব অল্প দিনই এই পদে থাকবেন।

দেশটির কট্টর ডানপন্থী নেত্রী জর্দান বারদেলার বয়স মাত্র ২৪ বছর। তিনিও নতুন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। চরম ডানপন্থীরা দ্বিতীয় দফার ভোটে হেরে যাওয়ায় তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব হয়নি। সব মিলিয়ে বুড়োদের শাসন সমসাময়িক বিশ্বের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছে।

প্লুতার্কের আশঙ্কা ছিল, তরুণেরা ক্ষমতার আসনে বসলে বাঁধভাঙা বানের পানির মতো অনভিজ্ঞ তরুণেরা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং তাঁরা উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মতো বিভ্রান্তির স্রোতে জনতাকে তাঁদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবেন।

প্লুতার্কের সেই দুশ্চিন্তা সম্ভবত এখনো মানুষকে তাড়া করে ফেরে। যদিও দেখা যাচ্ছে, প্লুতার্ক যে ভয় ধরানো ঘটনাগুলোর কথা বলেছেন, এখন তরুণেরা নয় বরং 'জনপ্রিয়' প্রবীণ রাজনীতিকেরাই তা অহরহ ঘটিয়ে চলেছেন।

জাতীয় সমস্যা সমাধানে তরুণদের চেয়ে অভিজ্ঞ রাজনীতিকেরা বেশি সক্ষম–এমন একটি ভাষ্যের প্রতিষ্ঠা প্রবীণ নেতাদের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে সক্ষম করে তুলছে বলে মনে হচ্ছে।

প্রৌঢ়ত্বের কারণে বাইডেনের সরে দাঁড়ানো উচিত বলে বিভিন্ন মহল থেকে মত দেওয়ার পরও বাইডেন সরে যাবেন না বলে যে গোঁ ধরেছেন, তা সেই ভাষ্যের দৃঢ়তাকে প্রতিফলিত করছে।

কেনান মালিক অবজারভার-এর নিয়মিত কলাম লেখক

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

অশান্ত বাংলাদেশ, ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে বন্ধ পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বাংলাদেশে কোটা আন্দোলনের জেরে ঘোজাডাঙ্গা স্থল বন্দরে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি, বহু কাঁচামাল নষ্টের আশঙ্কা করছে ট্রাক চালকরা। রবিবার সকালে ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত গিয়ে দেখা গেল সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঁচামাল বোঝায় ট্রাক। বাংলাদেশে কোটা আন্দোলনের জেরে স্তব্ধ পর্নবাহী গাড়ি চলাচল। পাশাপাশি বহু মানুষ বাংলাদেশ থেকে আতঙ্কে ফিরছে ভারতে।

ঘোজাডাঙ্গার একটি ট্রাক চালক রফিকুল ইসলাম বলেন, আমি এই দুইদিন ধরে ট্রাকে করে কাঁচামাল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বন্ধ। কবে স্বাভাবিক হবে জানিনা। কাঁচামাল রয়েছে পচে যাওয়ার আশঙ্কা। এদিন ঘোজাডাঙ্গা ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জীব মন্ডল বলেন, আমরা কিভাবে এই গাড়িগুলো ওপারে নিয়ে যাব, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ, এখনতো হাতে কোমল কলমে কিছুই করা যায় না। ইন্টারনেট না থাকলে কিভাবে ওপারে মাল পাঠাবো। যতক্ষণ না ইন্টারনেট পরিষেবা স্বাভাবিক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মালবাহী ট্রাক আমরা ওপারে পাঠাতে পারছি না। যার জন্য কাঁচামাল যেগুলো রয়েছে সেইগুলো নিয়ে বিশেষ সমস্যা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে কার্ফু জারি হয়েছে। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় এপারের মাছ ব্যবসায়ীরা অনলাইনে ওখানকার ব্যবসায়ীদের টাকা পাঠাতে পারছেন না। নতুন অর্ডারও দিতে পারছেন না। বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে গাড়িও কম আসছে। এক মাছ ব্যবসায়িক কথায়,বাংলাদেশে অশান্তি জারি থাকলে এপারের মাছ ব্যবসায়ীদের বিপদ আরও বাড়বে। বর্ষাকালে বাংলাদেশ থেকে পদ্মার ইলিশ আমদানিও না হতে পারে এই একই কারণে"।

শহীদ দিবসে রক্তদান শিবির কংগ্রেসের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: অমর ২১ শে জুলাই শহীদ দিবসের স্মরণে রবিবার জয়নগর টাউন কংগ্রেসের কার্য্যালয়ের অফিসে জয়নগর মজিলপুর টাউন কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবির হয়ে গেল বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের সহায়তায়।

এদিন এই শিবিরের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন এ আই সি সি র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সদস্য শুভঙ্কর সরকার,এ আই সি সির সম্পাদক রনজিত মুখার্জি, কংগ্রেস নেতা সুজিত পাটোয়ারী, তপন কুমার মন্ডল, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল, কাউন্সিলার মধুমিতা পাল, প্রাক্তন কাউন্সিলার দেবাশীষ পাল, জয়নগর মজিলপুর টাউন কংগ্রেসের সভাপতি কুমারেশ ঘোষ,রাজ্য যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তারিক আনোয়ার সেখ সহ আরো অনেকে।রক্ত দানে জীবন বাঁচে, রক্তদানের কোনো বিকল্প নেই। তাই এই রক্তদানের মতন মহত কাজের শরিক হওয়ার আহবান জানালেন আমন্ত্রিতরা।পাশাপাশি ২১শে জুলাই এর অভিশপ্ত ঘটনার কথা উঠে এলো এদিনের এই শিবিরে। এদিন এই শিবিরে ১০৩ জন রক্তদানে অংশ নেন।এদিন রক্তদাতা দের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

আরএএসের সাম্প্রদায়িক প্রচারের জবাব দিক ইন্ডিয়া জোট: ইলিয়াস

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা নির্বাচনের পর পুনরায় দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরি করতে চাওয়া বিজেপি আরএসএস-এর পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ ও ইন্ডিয়া জোটকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস মুহাম্মদ থুমবে।

ইলিয়াস মুহাম্মদ থুমবে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলেন– দেশ জুড়ে ভোটাররা তাদের প্রতি যে প্রচণ্ড ধাক্কামূলক জবাব দিয়েছে তার পরেও সংঘ পরিবার তাদের ভয়ানক মুসলিম বিরোধী অবস্থান কমিয়ে আনার কোন পরিকল্পনা নেই।হরিয়ানায় অমিত শাহের মুসলিম বিরোধী বক্তৃতা, যোগীর নতুন অভিযান খাওয়ার দোকানের বোর্ডে তাদের নাম প্রদর্শন করতে বাধ্য করা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের বিষাক্ত মুসলিম বিরোধী বক্তব্য, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বাসের জনসংখ্যা সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত বক্তব্য, এই সবই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক প্রচার চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার ঘোষণা।

এই বিদ্বেষমূলক প্রচারের ভয়ঙ্কর অংশ হল ইন্ডিয়া জোটের নীরবতা। যাদের কে নির্বাচনে মুসলিমরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিল এবং জোটকে একটি শক্তিশালী বিরোধী হওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গত সংখ্যক আসন জিততে সাহায্য করেছিল।

বহরমপুর এলাকার শহীদ সালাম রোড বেহাল, নাকাল পথচারীরা

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: বহরমপুর থানা এলাকার শহীদ সালাম রোডের বেহাল অবস্থা ,গোটা রাস্তা জুড়ে ছোটবড় গর্ত। কোথাও পিচ উঠে নীচে ইটের খোয়া বেরিয়ে পড়েছে। যাতায়াত করতে নাকানি চোবানি খেতে হচ্ছে পথচারী থেকে যান চালকদের।

বহরমপুর থানার অন্তর্গত কদবেল তালা থেকে কুমরাদহ ঘাট শহীদ সালাম সরণি রোড নামে পরিচিত , অপরদিকে চুনা খালি নিমতলা হইতে সারগাছি পর্যন্ত যে বাদশাহী রোড আছে সেই বাদশাহী রোড গত ২০১০-২০১১ সালে বি.আর.জি. এফ. স্কিমে তারাক পুর বকুলতলা মোড় হইতে তারাক পুর দক্ষিণে কানু মণ্ডলের বাড়ি পর্যন্ত যে, ১.৫ কিমি রাস্তা পাথর ও পিচ দ্বারা নির্মান করা হইয়া ছিল উক্ত রাস্তাটির অবস্থা বর্তমানে খুব খারাপ। কারণ পিচ্ উঠে গিয়েছে পাথর সরে গিয়েছে, কোথাও উঁচু কোথাও নিচু হয়ে যাওয়ায় কোন যানবাহন ঠিক মত চলাচল করতে পারছে না।

স্থানীয় বাসিন্দা বেল্লাল সেখ জানালেন এই দাবিতে দিনের পর দিন প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন বাসিন্দারা। প্রশাসনিক স্তর থেকে আশ্বাসও মিলেছে। কিন্তু কাজের কাজ আর হয়নি। এক সময় পিচের ছিল। তবে এখন আর তা বোঝার উপায় নেই। শহীদ সালাম সরণি রোড এর রাজধারপাড়া পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের প্রধান ভরসা এই রাস্তা। পাশ্ববর্তী হাতি নগর পাঁচপি তালা,নাগরাজোল, খরশাডাঙ্গা তারাকপুর এলাকার লোকজনও এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন।

বাস রুট না থাকলে ও ব্যাটারী চালিত ই রিশকা,অটো-টোটো চলে। বহরমপুর স্টেশনে যাতায়াত করার জন্য বহু মানুষ এই রাস্তা ব্যবহার করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা ,একাধিক প্রাথমিক এবং হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এই রাস্তা ধরেই যাতায়াত করতে হয়। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম। পরে দু'-এক বার জোড়াতাপ্পি দেওয়া হলেও পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হয়নি। গত কয়েক বছর ধরে রাস্তার হাল ক্রমশ খারাপ হয়েছে। এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ প্রশাসনিক বিভিন্ন দফতরে দরবার করে আসছেন এলাকার মানুষ। গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে।কিন্তু লাভ হয়নি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই এলাকায় কয়েকটি কারখানা ইটভাটা রয়েছে। ওই সব কারখানার ভারী ভারী ট্রাক দিন-রাত ওই রাস্তায় চলাচল করে। সংস্কার না হওয়ায় রাস্তা বর্তমানে একেবারে চলার অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। অটো , টোটো চালকদের বক্তব্য, রাস্তার হাল এতটাই খারাপ যে গাড়ির যন্ত্রপাতি ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর। খানাখন্দে জল জমে যাওয়ায় রাস্তা পারাপার করাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। গাড়িঘোড়া তো বটেই, পথচারীরাও পথ চলতে সমস্যায় পড়েন। অথচ প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।।

স্থানীয় বাসিন্দা আক্তারুল সেখ বলেন মনিন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে হাতা কলোনিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করার জন্য একটি বিশুদ্ধ পানীয় জল এটিএম বসানো হয়েছিল কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে পুনরায় যদি এই (এ, টি, এম) টি চালু করা যায় অনেকেই জল পান করতে পারবে না। স্থানীয় দোকানদার থেকে পথ চলতি মানুষ জল পান করার সুযোগ পাবে। ওই এলাকা থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্য আশা খাতুন বিবি বলেন, "মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানার কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

গঙ্গা ভাঙন এলাকার মানুষের জন্য বিনা পয়সার বাজারের আয়োজন

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গঙ্গা ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিয়ে বিনা পয়সার বাজারের আয়োজন করলো এডভ্যান্স লাইফ অর্গানাইজেশন।

রবিবার সকালে সামশেরগঞ্জের নতুন শিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই বিনা পয়সার বাজারে পোশাক নিতে ভিড় জমান এলাকার শিশু থেকে শুরু করে মহিলা ও সাধারণ মানুষ। প্রায় পাঁচ শতাধিক পোশাক নিয়ে টেবিলে টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। তখনই নিজেদের পোশাক নিজেরাই ইচ্ছে মতো সেখান থেকে বিনা মূল্যে নিয়ে যান ভাঙ্গন কবলিত অসহায় পরিবার গুলো। এদিন শুধু বিনা পয়সার বাজারই নয়, সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এরও ব্যবস্থা করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এডভ্যান্স লাইফ অর্গানাইজেশনের সভাপতি মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন, নাফিসা বেগম, সংস্থার অন্যতম সদস্য কাবিল শেখ, ওয়াসিম আক্রাম আনসারী, নুর মোহাম্মদ কলেজের সহকারী অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। পাঁচ শতাধিক মানুষ পোশাক নেওয়ার পাশাপশি দেড় শতাধিক মানুষ চোখের চিকিৎসা করানো হয় এদিনের শিবিরে।

তীক্ষ্ণ বিষধর কালাচ-ঘরচিতি সাপ নিয়ে হাসপাতলে হাজির মহিলা!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ক্যানিং

আপনজন: রবিবার সকাল নটা নাগাদ হন্তদন্ত হয়ে এক মহিলা ও তাঁর পরিবারের লোকজন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের জরুরী বিভাগে হাজীর হয়।ব্যাগ থেকে তীক্ষ্ণ বিষধর কালাচ ও একটি বিষহীন ঘরচিতি সাপ বের করে ডাক্তার বাবুর টেবিলে রাখেন।হুলস্থুল পড়ে যায় হাসপাতালে। তবে সাপ দুটি মৃত ছিল।এরপর মহিলার কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে শুরু হয় চিকিৎসা প্রক্রিয়া।তবে এক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়মে খাদ্য-খাদকের সম্পর্কের জন্য প্রাণে বাঁচলেন ওই মহিলা।

জানা গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত হাড়দহ এলাকার বাসিন্দা রৌকসোনা লস্কর।মুসারী না টাঙিয়ে শনিবার রাতে বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন।আচমকা ঘরের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়।একটি আরশোলাকে টিকটিকি ধরেছিল

খাওয়ার জন্য,আবার টিকটিক কে ঘরচিতি সাপ খাওয়ার জন্য ধরে ফেলে,সেই মুহূর্তে ঘরচিতিকে খাওয়ার জন্য একটি তীক্ষ্ণ বিষধর কালাপ সাপ তাকে ধরে।সেই মুহূর্তে ঘরচিতি প্রাণে বাঁচার জন্য দৌড়ঝাঁপ করছিল।আচমকা বিছানার ওপর ধপাস করে পড়ে মহিলার ঘাড়ে কামড় দেয়। রাতের অন্ধকারে ঘাড়ে কিছু একটা কামড় দেয় বুঝতে পারেন রৌকসোনা।তড়িঘড়ি ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেন।লাইট জ্বালতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন।সম্বিৎ ফিরতেও পরিবারের লোকজনদের ডাকাডাকি করে।পরিবারের লোকজন রাতেই ঘরের মধ্যে সাপ দুটি মেরে ফেলে। ওই মহিলাকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়।বিপদ হতে পারে বুঝতে পেরে মৃত সাপ দুটি নিয়ে রবিবার সকালে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজীর হয়।সেই মুহূর্তে হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়,ডাঃ প্রতাপ মন্ডল ও সমাজকর্মী দেবাশীষ দত্ত,চন্দন বিশ্বাস ও গ্রামীণ চিকিৎসক আশরাফ হালদাররা।দ্রুততার সাথে শুরু হয় চিকিৎসা। তবে ওই মহিলাকে বিষহীন ঘরচিতি সাপ কামড় দেওয়ায় এযাত্রায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন,প্রকৃতির নিয়মে পোকামাকড় খাওয়ার জন্য রাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘরচিতি সাপ।আবার ঘরচিতি সাপ কে খাওয়ার জন্য চলে আসে তীক্ষ্ণ বিষধর কালাচ সাপ।

ধর্মতলার সমাবেশে যোগ দিতে ট্রেনে চেপে গেলেন বিধায়ক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবস। প্রতিবছরই কলকাতার ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত হয়।দুতিন দিন আগে থেকেই শহিদ দিবস উপলক্ষে লাখো লাখো মানুষ সমবেত হন।রবিবার ধর্মতলায় শহিদ দিবসে লাখো লাখো তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা হাজীর হয়েছিলেন জন নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর বার্তা শোনার জন্য।সাধারণ কর্মীদের মতো ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস হাজার হাজার কর্মী সমর্থদের কে নিয়ে ট্রেনে চেপেই রওনা দিয়েছিলেন।তার আগেই এদিন সকালে থেকে কর্মীরা কিভাবে ধর্মতলা পৌঁছাবেন সেই কাজ নিজেই তদারকি করে। একজন বিধায়কের এমন কার্যক্রম সাধারণ কর্মীদের মনোবল কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বলে দাবী দলেরই অন্দরে।

এমন ঘটনা প্রসঙ্গে বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, 'আমরা কেউই দলের উর্ধে নই। সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের এক একজন সৈনিক।ফলে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও আবেগ তৃণমূল কংগ্রেসের মূল অস্ত্র।শহিদ দিবসে সাধারণ কর্মীদের সাথে একত্রিত হয়ে শহিদ দিবসে পৌঁছানো এক বিশেষ অনুভূতি এবং স্মরণীয়।ফলে বিগত বছর গুলোর ন্যায় এবারও সাধারণ কর্মীদের সাথে ট্রেনে চেপে ধর্মতলায় যাওয়ার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম।

১৫ই আগস্ট থেকে শুরু বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন

বেবি চক্রবর্ত্তী ● কলকাতা

আপনজন: খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। মধ্য রেলওয়ের নাগপুর ডিভিশনে যাত্রী সংখ্যা অত্যধিক হবার জন্য নাগপুর এবং পুনের মধ্যে এই ট্রেন ছুটতে পারে। এই রুটে যাত্রীসংখ্যা অধিক হবার জন্যই দেশে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল। প্রকাশিত এক খবরে রেলের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে আরো কয়েকটি রুটেও এই ট্রেন চালানো হবে। তাছাড়া সিকেন্দ্রাবাদ লাইনের জন্য একটি নন স্লিপার বন্দে ভারত ট্রেন চালানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তবে আগামী ১৫ ই আগস্ট এই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন হতে পারে বলে গুঞ্জন শোনা গেছে। পাশাপাশি নাগপুর এবং পুনের রুটের মধ্যে যাত্রী সংখ্যা যে হারে বাড়ছে সেই ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য হিমশিম খেতে হচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষকে।

এই রুটে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় লম্বা ওয়েটিং লিস্ট। তাই অধিকাংশ যাত্রীকেই টিকিট না পেয়ে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। অনেক সময় আবার বেশি ভাড়া দিয়ে যাত্রীদের বাসে যাতায়াত করতে হয়। নাগপুর পুনে এক্সপ্রেস, গরিব রথ, অজনি পুনে সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের মত কিছু ট্রেন এই রুটে চললেও বেশিরভাগ ট্রেনই চেয়ার কার। এইজন্য ভারতীয় রেল যে কয়টি রুটে সুপার ট্রেন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের মধ্যে এই রুট হল অন্যতম।

আগামী ২৩ শে জুলাই সংসদে পেশ হতে চলেছে নতুন সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন। সেই অধিবেশনেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নির্মলা সীতারামন এই সেমি বুলেট ট্রেনের বিষয় ঘোষণা করতে পারেন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। আর কোন কোন রুটে এই বিশেষ ট্রেন চলবে বাজেট অধিবেশনে তাও ঘোষণা হতে পারে। শোনা যাচ্ছে হাওড়া দিল্লী রুটেও এই নয়া বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চলতে পারে।

এসবিএস কলেজে দুদিন ব্যাপী সেমিনার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলোসফিক্যাল রিসার্চ এর আর্থিক আনুকূল্যে হিলি ব্লকের এসবিএস গভর্নমেন্ট কলেজ আয়োজিত হলো দুদিন ব্যাপী সেমিনার। এই আলোচনা চক্রের প্রথমদিনের বিষয় ছিল যোগদর্শন। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড.পরিমল মন্ডল, ড.জয়ীতা সাহা ও অধ্যাপক নির্মল বর্মন। বর্তমান যুগে যোগদর্শনের তাত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা।

দ্বিতীয় দিনে আলোচনার বিষয় ছিল 'নৈতিকতার তাত্বিক ও ব্যবহারিক দিক' যার বক্তা হিসেবে ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. পূর্বায়ণ ঝাঁ ও ড. সাদেক আলী। এই দিনের আলোচনায় উঠে আসে বর্তমান যুগে বিভিন্ন সংকট।

পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইল আসক্তি, হতাশা, পরিবেশের বিপন্নতা, ঔচিত্যবোধ ও দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ও দীর্ঘ আলোচনা করেন বক্তাগণ। দুদিনের এই আলোচনায় চক্রে উপস্থিত ছিলেন সেমিনার কমিটির সেক্রেটারি অধ্যাপক ড. অভিজিৎ সরকার, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. কৌশিক মাজি, বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা খরস্রোতা পাল, বিভাগীয় অধ্যাপক সমীর বর্মণ, অধ্যাপক খোকন দাস, পবন ঘোষ, সৌম্যকান্তি মন্ডল এবং শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শহীদ দিবসের সমাবেশে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জীবনতলা

আপনজন: রবিবার একুশে জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে কলকাতার ধর্মতলার যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত আট জন তৃণমূল কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর লোকসভার কেন্দ্রের ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার জীবনতলা থানার জীবনতলা রাইস মিল এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ,রবিবার কলকাতার ধর্মতলায় শহীদ দিবস উপলক্ষে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার জীবনতলা এলাকা থেকে তৃনমূল কর্মী সমর্থকরা মারুতি গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশে উল্টে যায়।আর এই ঘটনায় গাড়িতে থাকা ৮ জন তৃণমূল কর্মী আহত হয়।এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জীবনতলা থানার পুলিশ।আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় নলমুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আহতদের স্থানাতরিত করা হয়।আর সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাদের। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দশটি মাটি ভর্তি ট্রাক্টর সহ ৬ চালক গ্রেফতার

রাকিবুল ইসলাম ● রানিতলা

আপনজন: পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে চলছিল মাটি কাটার কাজ, এক মুহূর্তে ভেস্তে দিলো পুলিশ। দশ টি মাটি ভর্তি ট্রাক্টর সহ ৬ জন চালককে গ্রেফতার করলো রানিতলা থানার পুলিশ। এজন্যই বলে পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়া অতটা সোজা না,, কতইনা কৌশল খাটিয়ে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাতের অন্ধকারে মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার টিকরপাড়া এলাকায় চলছিল অবৈধভাবে মাটি কাটার কাজ। গোপনে খবর পেয়ে ওই এলাকায় অভিযান চালাই রানিতলা থানার ওসি মো: খুরশিদ আলম সহ তার টিম। পুলিশের তৎপরতাই দশটি মাটি ভর্তি ট্রাক্টর সহ ৬ জন চালককে গ্রেফতার করলো পুলিশ বাকি চার চালক পলাতক। জানা যায় মাটি মাফিয়ারা বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই অবৈধভাবে মাটি খনন করে তাদের ট্রাক্টর ব্যবহার করে চলছিল মাটি নিয়ে যাওয়ার কাজ। ধৃত ব্যক্তিদের নাম স্বপন মন্ডল, আমিনুল ইসলাম, হাসান মোল্লা, মানোয়ার হোসেন , রকিবুল ইসলাম , লিটন শেখ, এদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানায় এলাকায় , ধৃতদেরকে রবিবার লালবাগ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। মাটি কোথায় যাচ্ছিল এই ঘটনায় আর কেউ বা কারা জড়িত আছে ঘটনার পুরো তদন্ত শুরু করেছে রানিতলা থানার পুলিশ।

আপনজন: বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষের নেতৃত্বে শহীদ স্মরণে কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসমাবেশে যোগ দিলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কয়েক হাজার কর্মী সমর্থকরা।
ছবি - এম মেহেদী সানি

অলিম্পিকের সোনার পদকের দাম আসলে কত

আপনজন ডেস্ক: অলিম্পিকের একটা সোনার পদকের আর্থিক মূল্য কত? প্রশ্নটা অনেকের কাছেই বেশ অদ্ভুত শোনাবে। অলিম্পিকের একটা সোনার পদকের মূল্য কাগুজে মুদ্রায় বিচার করা যায় নাকি! এই সোনার পদকের সঙ্গে যে আবেগ জড়িয়ে আছে, সেটি তো অমূল্য। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পরই তো এই পদক। এই পদকের পেছনে কত কষ্ট, কত পরিশ্রম। বছরের পর বছর একটা লক্ষ্যে চোখ রেখেই আসে চূড়ান্ত সাফল্য, গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় সেই পদক। শুধু আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে অলিম্পিকের একটা সোনার পদকের মূল্যায়ন করা কঠিনই। তবে প্রশ্ন আসতেই পারে, অলিম্পিকের সোনার পদক কি পুরোটাই খাঁটি সোনার? এর ওজন কত? নিউইয়র্ক টাইমস ২০২২ সালে একটা প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) বরাতে অবশ্য যা লিখেছিল, তাতে নিতান্তই বৈষয়িক ব্যক্তির বেশ হতাশ হওয়ারই কথা। আইওসি জানিয়েছিল অলিম্পিকের সোনার পদকে সোনার পরিমাণ আসলে মাত্র ৬ গ্রাম। পদকের ওজন ৫৫৬ গ্রাম। এর বেশির ভাগই রুপা–৯২.৫ শতাংশই! এই সোনার পদকের দাম ৮০০ ডলার। ২০২১ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ অলিম্পিকের আসরে একটি সোনার পদকের আর্থিক মূল্য এমনই ছিল। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯৪ হাজার টাকার একটু বেশি। রুপার পদকে অবশ্য পুরোটাই খাঁটি রুপা থাকে। এর ওজন ৫৫০ গ্রাম। দাম ৪৫০ মার্কিন ডলার। এতে ৯৫ শতাংশ তামা এবং ৫ শতাংশ দস্তা থাকে। দাম মাত্র ৫ মার্কিন ডলার। আগেই বলা হয়েছে অলিম্পিক সোনার পদকের সঙ্গে বিজয়ীর আবেগ জড়িয়ে থাকে। এর ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। ২০২২ সালে ১৮৯৬ অলিম্পিকের একটি সোনার পদক নিলামে বিক্রি হয়েছিল। সেটির দাম উঠেছিল ১ লাখ ৮০ হাজার ডলার। আর্থিক প্রয়োজনে বা যেকোনো দাতব্য কাজে অলিম্পিকের সোনা জেতা অ্যাথলেটেরা নিজেদের পদক বিক্রি করে থাকেন। ১৯৩৬ বার্লিন অলিম্পিকে অ্যাথলেটিকসে চারটি সোনার পদক জেতা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাথলেট জেসে ওয়েনের একটি সোনার পদক ২০১৩ সালে নিলামে উঠেছিল। সেটির দাম উঠেছিল ১৪ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। একটা সময় পর্যন্ত অলিম্পিকে কিন্তু সোনার পদকে কোনো খাদ থাকত না। ১৯১২ সালের স্টকহোম অলিম্পিক পর্যন্ত সোনার পদক হতো পুরোটাই সোনা দিয়ে তৈরি। মাঝখানে একবার ১৯০৪ সালের সেন্ট লুইস অলিম্পিকে বিজয়ীদের সোনার তৈরি ছোট্ট একটি ট্রফি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খাঁটি সোনার বিষয়টি দিনে দিনে খরচান্ত হয়ে ওঠায় আইওসি সেই পথ থেকে সরে আসে।

জাতীয় দলের হেড কোচ মানেলো, ইস্তফা ভাইচুংয়ের

আপনজন ডেস্ক: মনে করা হচ্ছিল কোনও ভারতীয় কোচকে এবার দায়িত্ব দিতে পারে ফুটবল ফেডারেশন। তবে সবাইকে চমকে দিয়ে মানেলো মার্কুয়েসের নাম চূড়ান্ত করে ফেলল শনিবার। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও হয়ে গেল এ দিনই। ক্লাব এবং দেশ, দু'জায়গাতেই একই সঙ্গে কোচিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। ভারত তথা বিশ্ব ফুটবলে সাম্প্রতিক কালে এমন ঘটনা ঘটেনি।এর আগে হায়দরাবাদের কোচ হিসাবে আইএসএল জিতেছিলেন মানোলো। গত মরসুমে তিনি যোগ দেন গোয়ায়। আগের মরসুমে লিগ শিল্ড জেতার লড়াইয়ে গোয়া থাকলেও পর পর কয়েকটি ম্যাচ হেরে ছিটকে যায়। শেষ করে তৃতীয় স্থানে। এ বারও গোয়ার কোচের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। এই মরসুমের পরেই গোয়ার সঙ্গে তাঁর চুক্তি শেষ হচ্ছে। তার পরে পুরোপুরি জাতীয় দলের দায়িত্ব নেবেন। তবে কত দিনের চুক্তি হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়নি।
শোনা যাচ্ছে, টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা করে সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পদত্যাগ করেছেন ভাইচুং ভুটিয়া।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না ভারতীয় ক্রিকেট দল

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) উত্তেজনা বেড়েছে। দুর্বল কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে ভারতীয় দলের পাকিস্তানে খেলতে না যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভারত সরকারকেই নিতে হবে। ভারত না গেলে 'হাইব্রিড মডেল'-এর অধীনে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা যেতে পারে। কলম্বোতে আইসিসির বোর্ড সভা হচ্ছে, তাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে। ভারতও গত বছর অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে পাকিস্তানে যেতে অস্বীকার করেছিল। এরপর 'হাইব্রিড মডেলে' এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দল যদি পাকিস্তান সফরে না যায়, তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের ম্যাচগুলি সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আয়োজন করা হতে পারে।প্রাক্তন পিসিবি চেয়ারম্যান খালিদ মাহমুদও মনে করেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের পাকিস্তানে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তিনি বলেন, 'তারা পাকিস্তানে খেলতে রাজি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ভারত সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ড এবং তাদের অনেক প্রভাব রয়েছে। তারা যদি তাদের দল পাকিস্তানে না পাঠায়, তাহলে আমি মনে করি শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের মতো

দেশও তাদের পথ অনুসরণ করবে।' তিনি বলেন, 'ভারতীয় দল পাকিস্তান সফর না করলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির রাজস্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে আয়োজনে খরচ বাড়বে এবং লাভ কমবে। এই পর্যায়ে আপনি কেবল আপনার পক্ষে শক্তভাবে রাখতে পারেন এবং অন্য বোর্ডগুলিকে আপনার পাশে থাকার চেষ্টা করতে পারেন। আইসিসিতে ভারতের অনেক প্রভাব রয়েছে, তাই ট্যাট কৌশল অবলম্বন করলে পাকিস্তানের কোনও লাভ হবে না। বিসিসিআই যখন বলে যে তারা তার দল পাঠাতে পারবে না এবং তাদের ম্যাচগুলি পাকিস্তানের বাইরে খেলবে, তখন এটি পাকিস্তানের জন্য আইসিসি ইভেন্ট আয়োজনের উদ্দেশ্য হ্রাস করে।' পিসিবি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি তৈরি করেছে এবং অনুমোদনের জন্য আইসিসি এবং এর সদস্য দেশগুলিতে পাঠিয়েছে। সবদিক থেকে সবুজ সংকেত পেলেই এই সূচি অনুমোদন দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী ১৯ ফেব্রুয়ারি করাচিতে শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। যেখানে ৯ মার্চ লাহোরে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী ম্যাচ পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে। এছাড়া ভারত ও পাকিস্তানকে একই গ্রুপে রাখা হয়েছে। ১ মার্চ লাহোরে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ খেলবে। ভারতের সব ম্যাচই লাহোরে নির্ধারিত হয়েছে। তবে ভারত সফরের বিষয়ে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনও নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি। ভারতীয় দল শেষবার ২০০৮ সালে পাকিস্তান সফর করেছিল। তারপর মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া পাকিস্তান সফরে এশিয়া কাপ খেলেছিল। তারপরে টিম ইন্ডিয়া ফাইনালে পৌঁছেছিল, যেখানে তারা শ্রীলঙ্কার কাছে ১০০ রানে হেরেছিল।

ওবিসি সংরক্ষণ উঠবে না, আইনি লড়াই করছি, করে যাব: মমতা

▶ *প্রথম পাতার পর*

অখিলেশ যাদব এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে জননেত্রী বলেও সম্মোধন করেনন । অখিলেশের দলের সাফল্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, এই মুহূর্তে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল সমাজবাদী পার্টি ওদের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক অখিলেশ উত্তরপ্রদেশে দুর্দান্ত ফল করেছে আমার সমর্থন সবসময় ওর সঙ্গে থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আগামী দিনে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে অখিলেশ যাদবের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলবেন বলেও কথা দেন।
রাজ্যে ভোটের আগে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতি সক্রিয়তা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ''নির্বাচন কমিশনের একতরফা আচরণের পরেও লোকসভা নির্বাচনে, বিধানসভা উপনির্বাচনে মানুষ আমাদের পাশে থেকেছেন। এজেন্সির ধমকানি-চমকানির পরেও বিজেপি-কংগ্রেস-সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতে এসেছি, তাতে স্যালুট জানাই বাংলার মানুষকে। যাঁরা আমাদের সমর্থন দেননি, আগামী দিন তাঁদের কাছে সমর্থন আশা করব। সাধারণ মানুষ ছাড়া তৃণমূল পথ চলতে পারে না। আমরা যত জিতব, আমাদের তত নরম হতে হবে। যত জিতব, তত আমাদের দায়িত্ব বাড়বে। উত্তরবঙ্গে আমাদের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে, আশা করব ভবিষ্যতে তারা আমাদের সমর্থন করবে''
অন্যদিকে আগামী দিন দলে কারা নেতৃত্ব দেবে সে প্রসঙ্গে মমতা সাফ জানিয়ে দেন ''আমি দলে বিত্তবান লোক চাই না। বিবেকবান লোক চাই। কেন জানেন? পয়সা আসে, চলে যায়। কিন্তু সেবার কোনও বিকল্প নেই'' মমতা তৃণমূলের সকল বিধায়ক, কাউন্সিলর, সাংসদ, নেতা-নেত্রীর উদ্দেশে বলেন, ''যেন কারও বিরুদ্ধে দল কোনও অভিযোগ না পায়। অভিযোগ পেলে দল উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। আমি চাই আপনারা গরিব থাকুন। তার মানে ঘরে যা আছে, সেটা খেয়ে বেঁচে থাকুন। লোভ করার দরকার নেই।'' অন্যায় করলে কাউকে ছাড়া হবে না বলেও জানান তিনি। দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ''অন্যায় করলে আমি দলের কাউকে ছাড়ি না। গ্রেফতার করি। অন্যায় করবেন না, অন্যায় সহ্য করবেন না। আমি পরিষ্কার বলছি, মা-বোনেদের সম্মান দেবেন'' মমতা বলেন, ''তৃণমূল করতে গেলে সকলকে নিয়ে চলতে হবে। যেখানে যেখানে জিতেছেন, সেখানে সেখানে গিয়ে মানুষকে ধন্যবাদ জানাবেন। মানুষের জন্য কাজ করবেন। যেখানে যেখানে আমরা জিতিনি, সেখানকার মানুষের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবেন। মনে রাখবেন গাড়িতে ঘোরার চেয়ে পায়ে হেঁটে ঘোরা ভাল। তাতে শরীর-মন ভাল থাকে। বড় গাড়িতে ঘোরার থেকে স্কুটার, সাইকেলে ঘোরা ভাল'' বক্তব্য শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে মমতা বলেন, ''বাংলাদেশে যদি পড়াশোনার সূত্রে কেউ গিয়ে থাকেন, কেউ যদি চিকিৎসার জন্য গিয়ে আটকে পড়েন, কোনও রকমের সহযোগিতার দরকার হলে আমরা পাশে আছি।'' তার পরই তিনি বলেন, ''বাংলাদেশ নিয়ে কিছু বলব না, ওটা আলাদা দেশ। যা বলবে, ভারত সরকার বলবে। আমি এটুকু বলতে পারি, যদি অসহায় মানুষ বাংলার দরজায় খটখট করে তবে আমরা আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। রাষ্ট্রপুঞ্জের একটা নির্দেশ আছে, কেউ যদি শরণার্থী হন, তবে তার পাশের এলাকা সম্মান জানাবে। বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনও প্ররোচনায় পা না-দিই, আমরা যেন উত্তেজনায় না-জড়াই। যারই রক্ত ঝরুক, তাদের সঙ্গে আমাদের সহমর্মিতা আছে। আমরাও খবর রাখছি। ছাত্রছাত্রীদের তাজা প্রাণ চলে যাচ্ছে। আমার কিছু বলার নেই''

বিসিসিআই ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে দিল ৮.৫ কোটি

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল বিসিসিআই। প্যারিস অলিম্পিক্সের জন্য আইওএ-কে ৮.৫ কোটি টাকা অর্থসাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। ১১৭ সদস্যের দল দেশের হয়ে পদক জেতার লক্ষ্য নিয়ে ফ্রান্সের রাজধানীতে পাড়ি দেবে। তাঁদের মনোবল বাড়াতে এগিয়ে এল ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।
টুইট করে জয় শাহ লেখেন, "আমি ঘোষণা করতে গর্ববোধ করছি, ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে যাওয়া আমাদের অবিশ্বাস্য অ্যাথলিটদের পাশে দাঁড়াচ্ছে বিসিসিআই। এই অভিযানে আইওএ-কে ৮.৫ কোটি দিচ্ছি আমরা। তাঁদের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে শুভকামনা। ভারতকে গর্বিত করো। জয় হিন্দ।" দেশ থেকে সবমিলিয়ে ৪৭ জন মহিলা এবং ৭০ জন পুরুষ অ্যাথলিট প্যারিস অলিম্পিক্সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন। এর মধ্যে সর্বাধিক ২৯ জন্য ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে খেলতে নামবেন। দ্বিতীয় স্থানে আছেন আমাদের শুটাররা, মোট ২১ জন শুটার অলিম্পিক পদক জেতার লক্ষ্যে লড়বেন। ভারোত্তোলনে আছেন মাত্র একজন, মীরাবাই চানু। ইকুয়েস্ট্রিয়ান, জুডো এবং রোয়িংয়েও একজন করেই প্রতিনিধি আছেন।
অলিম্পিক্সের ইতিহাসে এই প্রথমবার ভারতের অ্যাথলিট এবং কোচিং স্টাফের অনুপাত প্রায় ১:১ হতে চলেছে। ৬৭ জন কোচ এবং ৭২ জন সাপোর্ট স্টাফ প্যারিসের উদ্দেশে রওনা দেবেন। যেমন ব্যাডমিন্টন তারকা পি ভি সিন্ধুর মেন্টর হিসেবে যাবেন কিংবদন্তি প্রকাশ পাড়ুকোন।

প্যারিস অলিম্পিক, বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন অভিবাসীরা

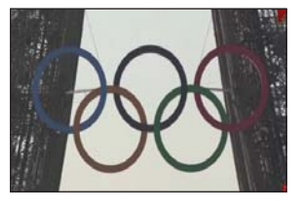

আপনজন ডেস্ক: অলিম্পিকের কারণে বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন প্যারিসে বসবাসকারী অভিবাসীরা। ইভেন্ট চলাকালে শহরের সৌন্দর্য রক্ষা করতে এবং বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তাদের সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর, পর্যটকদের সুবিধার জন্য শহরের অভিবাসী ক্যাম্পগুলো ফাঁকা করছে স্থানীয় প্রশাসন। অভিবাসীদের উচ্ছেদ করে ক্যাম্প থেকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এ অবস্থায় উচ্ছেদকৃত অভিবাসীরা পড়েছেন বিপাকের মধ্যে। থাকার জায়গা হারানোর পর এখন দৈনন্দিন খাবার ব্যবস্থা করাও হয়ে গেছে কষ্টকর। বিভিন্ন রাস্তা এবং পার্কগুলোতে অস্থায়ীভাবে বাস করছেন অনেকে। বিষয়টি মনিটর করছে প্যারিসের বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন। যদিও, অভিবাসীদের উচ্ছেদ কার্যক্রম আটকানোর জন্য তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না তারা। তাই, সরকারকে আহ্বান জানিয়েই দায় সেরেছেন 'লা রেভার্স দে লা মেদাই' এর মুখপাত্র পল আলুজি। পল আলুজি বলেন, নিঃসন্দেহে প্যারিস দারুণ একটা অলিম্পিক আয়োজন করতে যাচ্ছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**